POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসুলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পোঁছাইয়া দেওয়া।

(মায়েদা: ৯৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 49

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

9 ডিসেম্বর , 2021 ● 4 জামাদিউল আওয়াল 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার প্রসঙ্গ

১৫৯৭) হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হাজরে আসওয়াদ কালো পাথরের কাছে এসে সেটিকে চুম্বন করেন এবং বলেন- আমি ভাল করে জানি যে তুমি একটি পাথর ছাড়া আর কিছুই নাও। কোনও উপকারও করতে পার না আবার কোন ক্ষতিও করতে পার না। নবী করীম (সা.) তোমাকে যদি চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি কখনই চুম্বন করতাম না।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ (রা.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন- 'আরব ও অনারব মুশরিক জাতিরা পাথর বসিয়ে পুজো করত, পাথরকে লাভ ও ক্ষতির মালিক মনে করত। হযরত উমর তাদের শিরকপূর্ণ চিন্তাধারা খণ্ডন করেছেন যাতে মুসলমানদের মধ্যে যারা অজ্ঞ, তাদের মধ্যে পাথরটি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়। ইবাদতে খোদা তা'লার গুণকীর্তন, বিনয়, আশা ও দোয়া থাকে। হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের সঙ্গে উপরোক্ত একটিরও সম্পর্ক কোনও সম্পর্ক নেই। আর হাজরে আসওয়াদকেই কেবল চুম্বন করা হত এমনটা নয়, কিছু রেওয়াত থেকে জানা যায় যে, ইয়েমেনের দিকের স্তম্ভটিকেও চুম্বন করা হত।

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৫ অক্টোবর, ২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত সিঙ্গাপুর, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

মানুষের মধ্যে সত্যিকার ঈমান সৃষ্টি হলে কর্ম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তখন তার তত্ত্বজ্ঞানের চক্ষু উন্মিলিত হয়। সে যথার্থই নামায পড়ে। তার মনে পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে এবং অপবিত্র জমায়েতকে সে ঘৃণা করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

নিজের ঈমানকে মেপে দেখ। কর্ম হল ঈমানের অলঙ্কার। কর্মগত অবস্থা যদি সঠিক না হয়, তবে সত্যিকার অর্থে ঈমানও নেই। একজন মোমেন সুন্দর হয়। যেমন একজন সুশ্রী ব্যক্তিকে সাধারণ বালা পরিয়ে দিলেও সে বেশি সুন্দর দেখায়। অনুরূপভাবে কর্ম একজন ঈমানদারের আরও বেশি করে শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু কেউ যদি অপকর্ম করে, তবে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মানুষের মধ্যে সত্যিকার ঈমান সৃষ্টি হলে কর্ম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তখন তার তত্ত্বজ্ঞানের চক্ষু উন্মিলিত হয়। সে যথার্থই নামায পড়ে। তার মনে পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে এবং অপবিত্র জমায়েতকে সে ঘৃণা করে। আল্লাহ তা'লা এবং তাঁর রসুলের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ প্রকাশের জন্য তার মনে এক উচ্ছ্বাস ও ব্যকুলতা অনুভব করে। সেই ঈমানই তাকে যীশুর ন্যায় ক্রুশে চড়ার শক্তি জোগায়। সে খোদার কারণেই ইব্রাহিমের ন্যায় আগুনে ঝাঁপাতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। যখন সে তার সন্তুষ্টিকে খোদার সন্তুষ্টি অধীন করে দেয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা, যিনি অন্তর্যামী, তিনি তার রক্ষক হয়ে ওঠেন। তিনি তখন তাকে ক্রুশ থেকেও জীবিত নামিয়ে নিয়ে আসেন আর আগুন থেকেও অক্ষত অবস্থায় বের করে দেন। তারাই এই সব বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সাক্ষী থাকে যারা খোদা তা'লার উপর পূর্ণ ঈমান আনয়ন করে।

বস্তুত আবু বাকার সিদ্দিক (রা.)-এর সততা সেই আগুনের সময় প্রকাশ পেয়েছে, যখন আঁ হযরত (সা.) শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেন। যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে মক্কা থেকে নির্বাসিত করার পক্ষে ছিল, কিন্তু অধিকাংশের উদ্দেশ্যই ছিল তাঁকে হত্যা করা। এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক (রা.) তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার এমন নমুনা প্রদর্শন করেছেন যা চিরকালের জন্য অমর হয়ে থাকবে। এমন বিপদের সময়ে আঁ হযরত (সা.) দ্বারা হযরত আবু বাকারকে নির্বাচন করাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরম বিশ্বস্ততার এক শক্তিশালী প্রমাণ। দেখ, যদি ভারতের ভাইসরাই কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কাজের জন্য মনোনীত করে, তবে সেই সিদ্ধান্তটি একজন চৌকিদারের নেওয়া সিদ্ধান্তের চেয়ে উত্তম এবং যথাযথ হবে । অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ভাইসরয়ের সিদ্ধান্ত যথোপযুক্ত। কেননা সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ডেপুটি প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে, তার বিশ্বস্ততা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করে। এতগুলি গুণাবলী থাকার কারণে তাকে প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অতএব তার সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, নির্ভুল বিচারক্ষমতাকে উপেক্ষা করে একজন চৌকিদারকে তার থেকে যোগ্য মনে করা নির্বাচন করা অসঙ্গত হবে।

(মালফুযাত,১মখণ্ড,পৃ: ৩৪০)

বস্তুত, যেভাবে মানবজাতির মধ্য থেকে কাউকেই তাঁর তবলীগ থেকে বাইরে রাখা হয় নি, তেমনি মানবজাতি ব্যতিত অন্য কোন জীবকেও তাঁর উপর ঈমান আনতে বাধ্য নয়। এই কারণে যে মোমেন জিন্নেদের কথা কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে তারা মানুষই ছিল, অন্য কোন জীব নয়।

সূরা জিন্ন এবং সূরা এহকাফ থেকে জানা যায় যে জিন্নদের একটি জামাত আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছিল। হাদীস থেকেও জানা যায় যে জিনদের এক প্রতিনিধি দল রসুল করীম (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিল। এ প্রসঙ্গে সৈয়্যদান হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর ব্যাখ্যা গত সংখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছিল, শেষাংশ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

কথিত আছে যে জিনেরা মানুষের মাথায় চেপে বসে এবং নানান রকমের ফল এনে দেয়। এরা কেমন মোমেন ছিল, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর ভয়াবহ অত্যাচার হল,কিন্তু কাফের জিনেরা হযরত সুলেমান-এর জন্য দুর্গ তৈরী করল, তাঁর জন্য সকল প্রকার নিকৃষ্ট কাজ করল, এরা এমন বিশ্বাসঘাতক মোমেন ছিল যে আবু জাহাল ও প্রমুখদেরকে কোন শাস্তি দিল না। আর এই জিনেরা মানুষকে অকালে ফল এনে দিত, কিন্তু মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর ঈমান আনা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবাদের জন্য যবের রুটি টুকুও এনে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে নি, যখন কি না তাঁরা খন্দকের যুদ্ধে খিদের কারণে পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। এটি তো ঈমানের লক্ষণ নয়, চরম পর্যায়ের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক। কিন্তু কুরআন করীমের মতে তারা নিষ্ঠাবান ঈমানদার ছিল। কাজেই স্পষ্ট হল যে, সূরা জিনে বর্ণিত এই জিনেদের কারো মাথায় ভর করার এবং তাকে

শেষাংশ শেষের পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: জনৈক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারকে চিঠিতে লেখেন-'স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি তিন তালাক হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তৃতীয় তালাকের পর মীমাংসার পথ কিভাবে বের করা যাবে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৯ সালের ২২ শে জুলাই তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে বলেন-

কুরআন করীমের আদেশ হল 'আতাতালাকু মাররাতান' অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যার অর্থ এমন তালাক যেখানে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ রয়েছে। আর তা কেবল দুই বার সম্ভব। এরপর বলা হয়েছে 'এমন দুই তালাকের পর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয়, সেক্ষেত্রে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার আর কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। ইদ্দতকালে নিকাহ ছাড়া একত্রে থাকা সম্ভব নয়, আর ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর নিকাহ করলেও সংসার করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ সেই মহিলা অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে নিকাহ না করে আর সেই স্বামী উক্ত স্ত্রীকে কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই তালাক না দেয়।

কাজেই আপনি যে পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেছেন, তাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসার অবকাশ নেই, যতক্ষণ তাদের মধ্যে 'হাত্তা তানকেহা যাওজান গাইরাহু'-র শর্ত পূর্ণ হয়।

প্রশ্ন: যদি কোন অ-আহমদী মুসলমান আমাকে কোন অ-আহমদী আলেমে লেখা তফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তবে তাকে কোন তফসীর পাঠ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত?

২২ শে জুলাই, ২০১৯-এর চিঠিতে হুযুর আনোয়ার লেখেন- অতীতের বুযুর্গদের সব তফসীরগুলিই ভাল। আপনাকে কয়েকটি তফসীরের নাম লিখে দিচ্ছি। যেমন-তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে রচিত তফসীর তাবারী, পুরো নাম 'জামেউল বাইয়ান ফি তাবিলুল কুরআন', যার রচয়িতা- আবু জাফর বিন মহম্মদ বিন জারির বিন ইয়াযিদ বিন কাসিরুত তাবারী। ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে ইমাত আবু আব্দুল্লাহ্ মহম্মদ ফখরুদ্দীন বিন খাতীব আর রাজি-র রচিত তফসীর 'মাফাতিহুল গায়েব' অতি উৎকৃষ্ট মানের রচনা যা 'আত তফসীরুল কবীর' নামে প্রসিদ্ধ। সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে রচিত 'আল জামেউল আহকামু কুরআন' যা তফসীরে কুরতবী নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ আলেম আবু আব্দুল্লাহ্ বিন আহমদ বিন আবু বাকার আল মারুফ ইমাম কুরতাবি-র রচনা এটি।

এছাড়া তফসীরে জালালাইন, তফসীর ইবনে কাসীর, তফসীর রুহুল মাআনী প্রভৃতি তফসীরও বেশ ভাল ও অধ্যায়নযোগ্য।

প্রশ্ন: ঘানায় অনেক এমন অনেক অ-আহমদী ইমাম রয়েছেন যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে সত্য বলে মনে করেন,তারা ইসলামের তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত, জামাতের বিরোধিতাও করেন না, কিন্তু কোন নিরুপায়তার কারণে আহমদীয়াত গ্রহণ করতে পারেন না। এমন পরিস্থিতিকে দৃষ্টিপটে রেখে এই সব ইমামদের পিছনে কি নামায পড়া উচিত হবে?

হুযুর আনোযার ২২ শে জুলাই, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে লেখেন- সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অ-আহমদী ইমামদের পিছনে নামায পড়ার বিষয়ে সন্তোষজনক আলোচনা করেছেন। তিনি এর বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি নিজের অবস্থানের কথাও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। একবার এমন সব লোকদের কথা উঠল যারা অস্বীকারকারী, তাদের পিছনে নামায পড়ার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন-

'যদি তারা কপটতা হিসেবে এমনটি না করে, যেমনটি অনেকের অভ্যাস, (মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে আর ব্রাহ্মণদের কাছে রাম রাম যপ করে), তবে তারা এই মর্মে ইশতেহার দিক যে তারা অস্বীকারকারী নয়,আর অস্বীকারকারীরা যেহেতু একজন মোমেনকে কাফের অপবাদ দেয়, তাই তাদেরকেও তারা কাফের মনে করে। এতে বোঝা যাবে যে তারা সত্য বলছে, অন্যথায় আমরা কিভাবে তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারি? আর কিভাবেই বা তাদের পিছনে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে পারি?

বিনয়ের স্থানে বিনয় এবং কঠোরতার স্থানে কঠোরতা অবলম্বন করাই বিধেয়। ফেরাউনের মধ্যেও এক প্রকার সত্য ছিল, যে সত্যের পরিণামেই তার মুখ থেকে সেই বাক্য নিঃসৃত হয়েছিল যা শত শত ডুবন্ত কাফেরদের মুখ থেকে বের হয় নি। অর্থাৎ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ। তার সঙ্গে নরম সুরে কথা বলার আদেশ হল فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا অপরদিকে নবী করীম (সা.) নির্দেশ দিলেন- وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এর থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে মোটেই কোনও প্রকার সত্য ছিল না। কাজেই এমন আপত্তিকারীদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা উচিত যাতে তাদের হৃদয়ের সুপ্ত কলুষ প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং জামাতের অমর্যাদা না হয়।"

(আখবার বদর, নং-১৬, ৭ম খণ্ড, ২৩ শে এপ্রিল, ১৯০৮, পৃ: ৪)

প্রশ্ন: জনৈক ভদ্রলোক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনা 'তওজীয়ে মারাম'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে ফিরিশতারা চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের উপর এবং মানুষের উপর প্রভাব ফেলে এবং ফিরিশতারা কিভাবে শরীর ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করে।

হুযুর আনোয়ার ২২ শে জুলাই, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন-

কিভাবে ফিরিশতারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপর প্রভাব ফেলে, সূর্য, চাঁদ, গ্রহ-নক্ষত্র আমাদের পৃথিবীর জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতকে কিভাবে প্রভাবিত করে এবং মানুষের আধ্যাত্মিকতার এর উপর এর কি প্রভাব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত এই পুস্তকটিতে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তা আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়টির সারমর্ম এই যে, ফিরিশতারা খোদা তা'লার নির্দেশে নক্ষত্ররাজি পরিচালনা করে, গ্রহ-নক্ষত্রের উপর তারা নিজেদের ক্ষমতা বলে প্রভাব ফেলতে পারে না, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে এই প্রভাব পড়ে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'কুরআন করীমের ইঙ্গিত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, কিছু পবিত্র জীবন যেগুলিকে ফিরিশতা বলা হয়, তারা অপার্থিব জগতের বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা নিজেদের বিশেষ প্রভাব দ্বারা বায়ু প্রবাহিত করে, কিছু আছে যারা বৃষ্টিপাত ঘটায়। আর আরও কিছু ফিরিশতা আছে যারা অন্যান্য কিছু প্রভাব পৃথিবীর উপর ফেলে থাকে।"

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আমাদের পৃথিবীর জড় ও জীবজগতের উপর সর্বক্ষণ এই সব গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্যের প্রভাব পড়তে থাকে। আমরা লক্ষ্য করি যে, চাঁদের আলোয় ফল পুষ্ট হয়, সূর্যের কিরণ ও উত্তাপে তা পেকে ওঠে এবং ফলের মধ্যে মিষ্টতা আসে। এছাড়া কিছু বাতাস আছে যা প্রচুর ফল উৎপাদনে সহায়ক হয়।

এই প্রসঙ্গে হুযুর (আ.) একটি নিবন্ধ রচনা করেছেন যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, যেভাবে ফিরিশতারা আল্লাহ্‌র আদেশে গ্রহ ও নক্ষত্রের উপর নিজেদের প্রভাব ফেলে, আর আমাদের পৃথিবী গ্রহের বাহ্যিক বস্তুসমূহের উপর অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব পড়ে, অনুরূপভাবে ফিরিশতারা খোদা তা'লার আদেশে আমাদের মন-মস্তিষ্কে নিজেদের আধ্যাত্মিক প্রভাবও ফেলে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, বস্তুত খোদা তা'লার এই বিচিত্র সৃষ্টি নিজ নিজ স্থানে নিযুক্ত রয়েছে। এরা খোদা তা'লার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অধীনে পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রতিটি বস্তুকে তার পরম উদ্দেশ্যে পৌঁছে দিতে আধ্যাত্মিক সেবায় নিয়োজিত। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক, উভয় সেবায় তারা নিয়োজিত। যেমন- আমাদের শরীর এবং সকল বাহ্যিক শক্তিসমূহের উপর সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে। অনুরূপভাবে আমাদের মন-মস্তিষ্ক এবং যাবতীয় আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের উপর এই সমস্ত ফিরিশতারা আমাদের বিভিন্ন ক্ষমতা অনুসারে নিজের নিজের প্রভাব ফেলছে।"

যতদূর ফিরিশতাদের ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করা এবং মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করার প্রসঙ্গ রয়েছে, এ বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন করীম, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী থেকে প্রমাণিত যে, ফিরিশতারা মোটেই পৃথিবীতে নিজেদের আসল রূপ নিয়ে আসে না। বরং আল্লাহ্ তা'লার আদেশে তারা মানুষের রূপ নিয়ে তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসে। কুরআন করীম এবং হাদীসে এমন একাধিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, 'এই জ্যোতির্ময় সত্তাই কামেল বান্দাদের উপর শারিরিক রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষ রূপে দেখা দেয়।'

(তৌযিয়ে মারাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৮-৭২)

প্রশ্ন: হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনীর উপর প্রস্তুত হওয়া তথ্যচিত্র ব্লাড লাইন অফ ক্রাইস্ট'-এর উল্লেখ করে এতে বর্ণিত কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২১ শে নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

পূর্বেও এই বিষয়ের উপর একাধিক চলচিত্র তৈরী হয়েছে, বই-পুস্তকও রচিত হয়েছে। তথ্য চিত্রে বর্ণিত হযরত ঈসা (আ.)-এর হিজরত করার ঘটনাটি সত্য, কিন্তু ফ্রান্স-এর দিকে হিজরত করার ঘটনাটি সঠিক নয়। কেননা সেই যুগে ফ্রান্সে তাঁর অনুসারীদের কোনও জামাত ছিল না। তাঁর গোত্রের লোকেরা কাশ্মীরের এলাকায় বাস করছিল। তাই সেদিকেই তিনি হিজরত করেছিলেন। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে তাঁর রচিত -'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' পুস্তকে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে প্রমাণ করেছেন।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ৩০ শে আগস্ট হল্যাণ্ডের খুদ্দামদের সঙ্গে হুযুরের ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সময় এক

জুমআর খুতবা

আহমদী নিজেদের ধনসম্পদ খোদা তা'লার পথে ব্যয় করে এবং এই প্রেরণা নিয়ে ব্যয় করে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা করতে হবে। মহানবী (সা.)-এর পতাকা জগতে উড্ডীন করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত নিজের সীমিত উপকরণের ওপর নির্ভর করে যে কাজ আরম্ভ করে আল্লাহ্ তা'লা তাতে এত কল্যাণ রেখে দেন যে, লোকেরা মনে করে হয়তো এরা এ কাজে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করছে। কিন্তু তারা জানে না এটি দরিদ্র লোকদের অর্থ, যাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বরকত দেয়া হয় আর এর ফলে আমাদের ক্ষুদ্র কাজও বৃহদাকারে দৃষ্টিগোচর হয়।

তাহরীকে জদীদের ৮৭তম বছরের সমাপন এবং ৮৮তম বছরের সূচনা।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যরা তাহরীকে জাদীদের আর্থিক খাতে এক কোটি তিপান্ন লক্ষ পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক লাভ করেছে, যা গত বছরের তুলনায় ৮ লক্ষ ৪২ হাজার পাউন্ড বেশি।

আল্লাহ্ তা'লা যখন কোন আহমদীকে জাগতিক কল্যাণে ভূষিত করেন, তখন তার দৃষ্টি এদিকে থাকে যে এটি তার কোন বিশেষত্বের কারণে নয়, বরং কুরবানীর ফলস্বরূপ। আর আহমদীরাই একথা চিন্তা করতে পারে, অন্য কারো হৃদয়ে এমন ভাবনার উদ্রেক হতে পারে না।

নতুন আহমদী হোক বা পুরাতন, যে কেউ যখন শোনে যে জামাত আহমদীয়া কিভাবে অর্থ ব্যয় করে এবং কোথায় কোথায় ব্যায় করে, তখন এর এক বিশেষ প্রভাব পড়ে। যে সব জামাতগুলিতে এদিকে মনোযোগ কম আছে, তারা যদি সেদিকে দৃষ্টি দেয় এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়, চাঁদা গুরুত্ব তুলে ধরা হয়, তবে তাদের চাঁদা বৃদ্ধি পেতে পারে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৫ নভেম্বর ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৫ নবুয়ত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মু'মিনের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর মাঝে একটি হলো, তারা নিজেদের পবিত্র সম্পদ থেকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পথে ব্যয় করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অর্থ ব্যয় করার বিষয়ে উল্লেখ করে কোথাও শুধু এটি বলেছেন যে, মু'মিন- অর্থ ব্যয় করে থাকে। কোথাও সাদকার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে সদকা নিয়ে কথা বলেছেন, কোথাও যাকাতের বিষয়ে বলতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা ব্যয়ের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এরপর যারা কুরবানী করে, নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, সেই সম্পদ কোন কোন স্থানে কীভাবে ব্যয় করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। যেভাবে এই ঐশী জামা'তের পদ্ধতি হলো, তারা নিজেদের সম্পদ পবিত্র করার লক্ষ্যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জন করার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে।

জামা'তের মাঝেও এভাবে আর্থিক কুরবানীর ধারা অব্যাহত আছে। জামা'তের সদস্যদেরও জানা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ এটি আর তারা যে কুরবানী করে তা কীভাবে ব্যয় করা হয় (তাও তাদের জানা আছে)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে মিশন নিয়ে এসেছিলেন তা হলো আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ (তথা একত্ববাদ) জগতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর পতাকা পৃথিবীতে উড্ডীন করা। এ কাজ কোন সহজ কাজ নয়, জগতে এই বাণী প্রচার করা বিশাল কাজ এবং এর জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের বন্ধুরা আল্লাহ্ তা'লার এই আদেশ- 'নিজ সম্পদ আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় কর' অনুধাবন করে সেই ব্যয়ভার পূর্ণ করার চেষ্টা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আহমদীরা নিজেদের আর্থিক কুরবানীর এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেগুলো দেখে মানুষ এ বিশ্বাসের ওপর পূর্বাপেক্ষা আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, নিশ্চিতভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সেই মহাপুরুষ যার মাধ্যমে শেষ যুগে ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করার ছিল। এই একটি নিদর্শনকেই বিরোধীরা যদি গভীর অভিনিবেশে সাথে দেখে এবং নিজেদের হৃদয়ের বিদ্বেষ দূরীভূত করে ন্যায়ের ভিত্তিতে অনুধাবনে সচেষ্ট হয় তাহলে আহমদীয়াতের সত্যতার এই নিদর্শনটিই তাদের হৃদয়কে অযথা বিরোধিতা থেকে পবিত্র করতে পারে। কিন্তু তাদের হৃদয় তো পাথরের চেয়ে অধিক শক্ত, বিশেষকরে আলেমদের, অর্থাৎ নামসর্বস্ব আলেমদের। যাহোক, তাদের সাথে খোদা তা'লাই বোঝাপড়া করবেন।

আমি যেভাবে বলেছি, আহমদী নিজেদের ধনসম্পদ খোদা তা'লার পথে ব্যয় করে এবং এই প্রেরণা নিয়ে ব্যয় করে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহায়তা করতে হবে। মহানবী (সা.)-এর পতাকা জগতে উড্ডীন করতে হবে। নিঃসন্দেহে মু'মিনের সাথে আল্লাহ্ তা'লার এই অঙ্গীকার রয়েছে যে, 'তোমরা যা-ই ব্যয় কর, আল্লাহ্র পথে যে সম্পদই প্রদান কর আমি তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেরত দিব। কিন্তু এমন কতক আহমদী আছেন যারা এই চিন্তা চেতনা রাখেন যে, খোদা তা'লার সন্তুষ্টিই আমাদের উদ্দেশ্য। যদি জাগতিক কল্যাণ লাভ হয় তবে তা হবে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ। তাদের অভিপ্রায় হলো, কুরবানীর মাধ্যমেযেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আমাদের পরিণতি শুভ হওয়ার উপকরণ যেন সৃষ্টি হয়।

আহমদীয়া জামা'ত কোন কোটিপতির জামা'ত নয়। এটি এমন একটি জামা'ত যার অধিকাংশ সদস্য হয় নিম্নবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত। এতদ্বসত্ত্বেও কুরবানীর একটি স্পৃহা রয়েছে আর তারা এ চেষ্টায় লেগে থাকে যে, ইসলামের পুনর্জাগরণে আমরাও অংশীদার হতে পারি। আর তখন তাদের নূন্যতম কুরবানীগুলোও আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হয়ে লক্ষ কোটি পাউন্ডের সমান ফলাফল বয়ে আনে। সুতরাং প্রকৃত বিষয় হলো আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হওয়া। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত নিজের সীমিত উপকরণের ওপর নির্ভর করে যে কাজ আরম্ভ করে আল্লাহ্ তা'লা তাতে এত কল্যাণ রেখে দেন যে, লোকেরা মনে করে হয়তো এরা এ কাজে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করছে। কিন্তু তারা জানে না এটি দরিদ্র লোকদের অর্থ, যাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বরকত দেওয়া হয় আর এর ফলে আমাদের ক্ষুদ্র কাজও বৃহদাকারে দৃষ্টিগোচর হয়।

এখানে একথাও বলে দিতে চাই যে, জামা'ত যখন বৃদ্ধি পায় তখন বিভিন্ন চিন্তাধারার এবং কম তরবিয়তপ্রাপ্ত অথবা পুরোনো আহমদীদের মাঝেও তরবিয়তের অভাবে এমন চিন্তাধারার লোক দৃষ্টিগোচর হয় যারা

ঘরেও এ ধরনের প্রশ্ন করে, সন্তানদের সামনেও এ ধরনের কথা বলে, ফলে সন্তানদের হৃদয়েও এমন প্রশ্ন উঁকি দেয়। তারা প্রশ্ন করে, আমরা কেন চাঁদা দিব? সুতরাং এটি প্রধানত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নিজেদের আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে লোকদের সন্দেহ দূর করা। লোকদের মাঝে বিশ্বাস সৃষ্টি হতে হবে আর তারা যেন জানতে পারে, লোকেরা যে চাঁদা দিচ্ছে এর ব্যয়ের একটি বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে আর সেই উদ্দেশ্যেই তা ব্যয় হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত তাদেরকে ভালোবাসার সাথে বুঝান যে, আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব কী? খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এটি কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এইআর্থিক কুরবানীর কারণেই তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে। প্রশ্ন হলো কোথায় ব্যয় হয় এসব কুরবানীর? (এর উত্তর হলো) ইসলামের প্রচারে ব্যয় হয়। আমাদের টেলিভিশন চ্যানেল চলছে এতে অনেক খরচ হয়। পুস্তকাদি প্রকাশিত হচ্ছে, পবিত্রকুরআন প্রকাশিত হচ্ছে। দরিদ্র শিশুদের শিক্ষায় ব্যয় হচ্ছে। ক্ষুধার্তদের আহার করাতে খরচ হচ্ছে। মোবাল্লেগদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের মাধ্যমে তবলীগে খরচ হচ্ছে, মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। এমন আরো অনেক ক্ষেত্রে জামা'তের খরচ হচ্ছে। একথা আমি এজন্য বলছি না যে, খোদা না করুক লোকদের মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। বরং এজন্য বলেছি যে, জামা'ত যখন বিস্তার লাভ করে তখন এই বিস্তৃতির কারণে অনিষ্ট বিস্তারকারী এবং শয়তানী কুমন্ত্রণাদাতারাও এসে পরে। যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং কম তরবিয়তপ্রাপ্ত মস্তিষ্কগুলোতে সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে জামা'তের সদস্যরা এমন দৃঢ়ধারণা রাখেন আর তারা জানে, জামা'তের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার জন্য খরচের প্রয়োজন আর আল্লাহ্ তা'লার আদেশ হলো, তাঁর পথে ব্যয় কর।জামা'তের এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, লোকেরা নিজেদের কাছে কিছু না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। কোন না কোনভাবে ব্যবস্থা করে আর আল্লাহ্ তা'লাও এমন কুরবানীসমূহকে বিনষ্ট হতে দেন না। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজের প্রতিশ্রুতি ***'ওয়া ইয়ারযুক মিন হাইসু লা ইহতাসিব*** (সূরা তা'লাক: ৪) অনুযায়ী অর্থাৎ আর তাকে সেখান থেকে রিযক দেন যেখান থেকে রিযক আসার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লাও এভাবে নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। আহমদীরা কুরআন করীমে এটি শুধু পড়েই না; বরং এ যুগেও তারা এটি পূর্ণ হতে দেখে। এ বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা আমাকে লিখে পাঠায়। আমি এর উদাহরণ উপস্থাপন করব। এটি কোন পুরোনো যুগের কথা নয়, পুরোনো লোকদের গল্প নয় যা আমরা শুনছি; বরং এমন অভিজ্ঞতায় আল্লাহ্ তা'লা আজও মু 'মিনদের ঈমানকে দৃঢ় করেন। আর শুধুমাত্র যারা সরাসরি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করছে তাদের ঈমান দৃঢ় হয় না বরং যারা তাদের নিকটে থাকে, এর দ্বারা তাদেরও ঈমান সু দৃঢ় হয়। এ কারণে এই আর্থিক কুরবানীর চেতনাও তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় আর তারাও নিজেদের কুরবানীর মান বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয় যেন তারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জ ন করতে পারে। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে পুরস্কৃত করেছেন সে সম্পর্কিত কিছু দৃষ্টান্ত আপনাদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করছি, অর্থাৎ যারা তাদের কুরবানীর কথা উল্লেখ করে আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন তাথেকে কিছু দৃষ্টান্ত এখন আপনাদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করব।

গিনি কোনাকরির একটি দৃষ্টান্ত, সেখানকার মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, যখন তিনি তাহরীকে জাদীদ সম্পর্কে প্রদত্ত আমার খুতবাসমূহ থেকে কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা জামা'তের সদস্যদের শোনান এবং তাদেরকে বলেন, এসব দৃষ্টান্ত আপনাদেরও প্রদর্শন করা উচিত, তখন মায়মূনা নামক একজন মহিলার ফোন আসে। তিনি বলেন, তার কাছে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের মত অর্থ ছিল না। তার স্বামী কোন এক ব্যক্তিগত কাজে শহরের বাইরে গিয়েছিলেন। জুমুআর নামাযের পর তার পিতা তাকে উপহারস্বরূপ এক লাখ গিনি ফ্রাঙ্ক দেন আর তা পেয়ে তিনি বলেন, আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম যে, এই অর্থ কি আমি চাঁদাস্বরূপ দিয়ে দিব নাকি সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করব। অতঃপর আমি দোয়া করে এর অর্ধেকটা, অর্থাৎ ৫০ হাজার ফ্রাঙ্ক তাহরীকেজাদীদ খাতে প্রদান করি। তিনি বলেন, চাঁদা প্রদানের পর ২৪ ঘন্টাও অতিক্রান্ত হয় নি, যে স্থান থেকে টাকা পাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না আল্লাহ্ তা'লা অলৌকিকভাবে সে স্থান থেকেই আমাকে তিন লাখ ফ্রাঙ্ক প্রদান করেন। এ কারণে আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা আদায় করি যে, তিনি আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সামর্থ্য প্রদান করেছেন। এ ঘটনা আমার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।

কানাডার কোন এক মজলিসের সদর সাহেবা বলেন, আমাদের সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ সাহেবা তাহরীকে জাদীদের যে বাজেট রয়েছে তা পূর্ণ করার তাগাদা দেন। যারা চাঁদা প্রদান করেন নি তাদের মোট বকেয়া কত তা জিজ্ঞেস করে জানাগেল, তাদের হিসাবে তা ৩২৫ ডলার যা নিতান্তই সামান্য। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম এটি আমি নিজেই দিয়ে দিব। কিন্তুআমি আমার ব্যাংক একাউন্ট চেক করে দেখি তাতে কোন অর্থ নেই, বরং তিন ডলার অতিরিক্ত খরচ করার কারণে একাউন্ট মাইনাসে আছে। কিন্তু তিনি বলেন, পরবর্তী দিন আমি যখন একাউন্ট চেক করি তখন সীমাহীন বিস্ময়ের সাথে আমি লক্ষ্য করিযে, আমার একাউন্টে তিন হাজার ডলারের চেয়েও অধিক অর্থ রয়েছে। তিনি বলেন, এই অর্থ অনেকদিন যাবত আটকে ছিল আর যা পাওয়ার কোন আশাও ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা হলো, তিনি যখন আমার এই মর্মে সদিচ্ছা দেখেন যে,

বাকি অর্থ আমি আদায় করব তখন তা আদায়ের ব্যবস্থাও করে দেন আর যে অর্থ অনেকদিন যাবত আটকে ছিল তা অতি দ্রুত পেয়ে যাই।

অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকার শাহীন সাহেব নামক এক বন্ধু বলেন, আমি আমার ব্যাংক একাউন্টে সংরক্ষিত অর্থের অর্ধেক তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করি। তিনি বলেন, এটি কোন বড় অংক ছিল না। কিন্তু তার দৃষ্টিপটে এটি ছিল যে, এখন তাহরীকে

জাদীদের চাঁদা প্রদানের শেষ মাস চলছে। এখন যদি চাঁদা আদায় না করি তাহলে পরবর্তীতে সুযোগ পাই কিনা তার ঠিক নেই।

তিনি বলেন, আমি এভাবে চাঁদা আদায় করে দিই। আর সেদিনই তার পিতা তার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তার পিতা তাকে বলেন, আমি তোমার একাউন্টে কিছু টাকা পাঠিয়েছি যা তুমি পেয়ে যাবে আর এতে তোমার চাহিদা পূর্ণ হবে। শাহীন সাহেব বলেন, তার পিতার পক্ষ থেকে তিনি যে অর্থ লাভ করেন তা তার তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদানকৃত চাঁদার বিশগুণ বেশিছিল। সুতরাং তিনি তার পিতা কাছ হতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে পুনরায় তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন। পুনরায় তিনি বলেন, যেদিন আমি বলি, আমার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আল্লাহ্ আমাকে এমন স্থান থেকে অর্থ প্রদান করেছেন যেখান থেকে আমি আশা করি নি আর এরপর চাঁদা প্রদান করলে সেদিন সন্ধ্যায়ই আমার কর্মস্থল থেকে মালিকের ফোন আসে যে, তোমার সম্মতি থাকলে আমরা তোমাকে দুবাইয়ে একটি চাকরি দিতে চাই। যাহোক, তিনি সম্মত হন আর এভাবে তার বিদেশে একটিঅনেক ভালো রোজগারেরও একটি ব্যবস্থা হয়ে যায়। তিনি বলেন, এই দুটি ঘটনা কাকতালীয় নয় বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস,আল্লাহ তা'লার এ অনুগ্রহ কেবলমাত্র চাঁদা প্রদান এবং কুরবানীর ফলেই হয়েছে।

এরপর অস্ট্রেলিয়ার একজন মুরুব্বী সাহেব লিখেছেন, জামা'তের একজন সদস্য বলেন যে, তিনি চাঁদা দেয়ার ওয়াদা করেন (কিন্তু) তার আর্থিক আবস্থা ভাল ছিল না। ওয়াদা আনুযায়ী চাঁদা আদায় করার কারণে তার হৃদয়ে এ বিশ্বাস জন্মে যে, খোদা তা'লা শতগুন বাড়িয়ে দিবেন কেননা আল্লাহ্ তা'লার এরূপ প্রতিশ্রুতি রয়েছে। অনেকে এমন চিন্তা -ধারণাও পোষণ করেন। তিনি একটি প্লট ক্রয় করে রেখেছিলেন যার মূল বৃদ্ধির কোনরূপ আশা ছিল না কিন্তু তিনি বলেন, চাঁদা আদায়ের পর অলৌকিকভাবে সেই প্লটের মূল্য শতগুণের অধিক বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও বলেন, এ বিষযে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা সেই আর্থিক কুরবানী গ্রহণ করে এই অনুগ্রহ করেছেন।

এরপর কাজাকিস্তানের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, সেখানে আলী বেগ সাহেব নামে স্থানীয় একজন নিষ্ঠাবান আহমদী আছেন। তিনি স্থানীয় মুদ্রায় দশ হাজার ট্যংগে তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। তিনি বলেন, এরপর আমি কর্মক্ষেত্রে চলে যাই। অল্প কয়েক দিন পর কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমাকে ডেকে বলেন যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের এ বছর অনেক লাভ হয়েছে তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পুরো কোম্পানীতে ভাল কাজের নিরীখে কেবল তিনজনকে এক লক্ষ করে বোনাস প্রদান করব। তিনি আরও বলেন আল্লাহ্ তা'লা এই চাঁদা আদয়ের ফলে দশগুণ বৃদ্ধি করে আমাকে প্রদান করছেন যা পাওয়ার বিষয়ে আমার কোন আশাই ছিল না।

এরপর যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের এক ব্যক্তি বলেন, আমি ২০১৬ সালে পরিবারসহ বয়আত করি আর বয়আতের পূর্বে আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এবং অনেক ঋণ ছিল। জামা'তে অর্ন্তভুক্ত হয়ে যখন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা আদায় শুরু করি, বরং কখনও কখনও আবার সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কোন কোন তাহরীকে অংশগ্রহণ করা শুরু করি। বয়াতের শুরুর দিকের ঘটনা, আমার স্ত্রীর একটি স্কুলে তবলীগি স্টল লাগানোর কথা ছিল, আমি সন্তাদের দেখাশোনার জন্য অফিস থেকে ছুটি নেই। সেই ছুটির কারনে একশত পাউন্ডের ক্ষতির হওয়ার আশংকা ছিল। সেই সময়কার অর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার ফলে তা আমাদের জন্য অনেক বড় অংক ছিল। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম আল্লাহর তা'লার কাজের জন্য ছুটি নিতে হবে, ত্যাগস্বীকার করা উচিত তাই আমি ছুটি নিয়ে নিলাম। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল

ভিন্ন। তিনি বলেন, আমার স্ত্রী (বুকস্টলের) কাজ শেষে বাড়ি পৌঁছালে আমার কর্মকর্তা আমাকে ফোন করেন যে, সম্ভব হলে এক ঘন্টার মধ্যে কর্মস্থলে চলে আসো কেননা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসেছে। তিনি বলেন, আমি দ্রুত রওনা হই, সেদিন কেবল এক ঘন্টার জন্য কাজ করি কিন্তু পুরো দিনের একশত পাউন্ড পেয়ে যাই। ঘরে ফিরে আমি আমার স্ত্রীকে পুরো ঘটনা বলি। [দুজনেই নতুন নতুন আহমদী হয়েছেন।] বেশ কিছু দিন পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্‌র পুরস্কার প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হই এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।

কাদিয়ানের উকিলুল মাল তাহরীকে জাদীদ বলেন, কেরেলা প্রদেশে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কেরেলাইর এক অত্যন্ত ধনাঢ্য বন্ধু, খুব ভাল ব্যবসায়ী এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের প্রতি অসামান্য উদ্দীপনা রাখেন। প্রত্যেক বছর অনেক বড় অংক প্রদান করতেন। এবছর করোনার কারণে বড় অংক আদায় করার মতো আর্থিক অবস্থা ছিল না। হিস্যায়ে আমদ ও অন্যান্য চাঁদা তো আদায় করে দিয়েছিলেন কিন্তু তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের মত পরিস্থিতি ছিল না। তিনি বলেন, সর্বদা আল্লাহ চাঁদা আদায়ের সামর্থ্য দান করেন, কিন্তু এখন বাহ্যত কোন উপায় চোখে পড়ছে না। তবুও আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা বা আস্থা ছিল যে, তিনি কোন ব্যবস্থা করে দিবেন আর আমি চাঁদা পরিশোধ করে দিব। তিনি বলেন, (বছর) শেষ হওয়ার মাত্র দুদিন পূর্বে তিনি ১০ লক্ষ রুপীর বড় অংক তাহরীকে জদীদ খাতে প্রদান করেন। তিনি বলেন, জুমুআর দিন মুরব্বী সাহেব তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দেয়া প্রসঙ্গে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আমার খুতবা থেকে কিছু পুরোনো ঘটনা তাদেরকে পড়ে শোনান। এতে তিনি খুবই প্রভাবিত হন এবং ১০ লক্ষের পরিবর্তে প্রায় ১৮ লক্ষ রুপী চাঁদা প্রদান করেন। এখন তিনি আশা করছেন সরকারী একটি প্রকল্পের পাবেন। তিনি বলেন, সেই কাজটি পেলে তাহরীকে জাদীদ খাতে আরো বড় অংকের চাঁদা প্রদান করব। যাহোক বিত্তবান আহমদীদের মাঝেও এমন একটি শ্রেণি রয়েছে যারা কুরবানী করার প্রেরণা রাখেন আর হাতে অর্থ এলে লুকিয়ে রাখেন না বরং আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করার চেষ্টা করেন।

বুরকিনা ফাসোর মোবাল্লেগ হাবিব সাহেব লিখেন, আমাদের একজন সদস্য হলেন সুরে সাঈদো সাহেব। ১৭ শত ফ্রাঙ্ক সেফা তার বকেয়া ছিল আর বছর শেষ হতে কেবল এক সপ্তাহ বাকি ছিল। তিনি অনেক চেষ্টা করে দুই হাজার সিফা পরিশোধ করেন যা তার বকেয়া হতে কিছুটা বেশি ছিল। তিনি বলেন, চাঁদা পরিশোধ করার পর এক ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেনই কোন একজন পরিচিত ব্যক্তি আমাকে ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক পাঠিয়ে দেয়, এক ঘন্টা পর আরও ১০ হাজার ফ্রা ঙ্ক সিফা প্রেরণ করে এবং একই সাথে ফোন করে বলে, এই পুরো ২০ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাই আমি উপহারস্বরূপ তোমার জন্য পাঠিয়েছি। সাঈদো সাহেব বলেন, এই পরিচিত ব্যক্তি আজ পর্যন্ত আমাকে কোন অর্থ পাঠায় নি আর এমনটি প্রথমবার হয়েছে। তিনি বলেন, আমি দুই হাজার ফ্রাঙ্ক বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করি আর আল্লাহ্ তা'লা দুই ঘন্টার মধ্যে বৃদ্ধি করে ২০ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা দান করেছেন। এভাবে মানুষের ঈমানও বৃদ্ধি পায়।

সিয়েরা লিওনের একটি স্থানের নাম লুঙ্গি। এই রিজিওয়নের মোয়াল্লেম আব্দুল্লাহ্ সাহেব লিখেন, বয়োবৃদ্ধ একজন সদস্য হলেন পা জেং কায়েন সাহেব। গত বছর তার তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা ছিল ২৫ হাজার লিওন আর এ বছর তিনি ওয়াদা লিখিয়েছেন ৫০ হাজার লিওন। আর্থিকভাবে তিনি সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন। তাহরীকে জাদীদের (চাঁদা) পরিশোধের জন্য ঘোষণা দেয়া হলে তিনি লোকাল মিশনারীকে জিজ্ঞেস করেন, আমার ওয়াদা কত? যখন তাকে বলা হয় ৫০ হাজার লিওন। একথা শুনে তিনি খুবই বিস্মিত হন। তিনি বলেন, এটি আমি কীভাবে লিখিয়ে দিলাম! আমি নিজে তো এটি পরিশোধ করতে পারব না। যাহোক, তাকে বলা হয়, আপনি নিজেই লিখিয়েছেন। এরপর তিনি নীরব হয়ে যান। তিনি বলেন, পরবর্তী সপ্তাহে আনসারুল্লাহর মিটিং ছিল আর তিনি এসে বলেন, আমার কাছে ৬০ হাজার লিওন ছিল (তা থেকে) ২০ হাজার লিওন বাড়িতে রেখে এসেছি আর ৪০ হাজার লিওন তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দেয়ার জন্য নিয়ে এসেছি। এখন আমার কাছে ফিরে যাওয়ার ভাড়াও নেই। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি– আপনি ত্যাগস্বীকার করেছেন, আল্লাহ্ আপনার ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পুরোনো এক পরিচিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। অনেক দিন পর তার সাথে সাক্ষাৎ হয় আর বন্ধুর সাথে তিনি কথা বলতে থাকেন। বন্ধু যখন চলে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে ৩০ হাজার লিওন বের করে এই বুযুর্গকে উপহার দিয়ে দেন। এই বুযুর্গ বলেন, একজন পরিচিত মহিলা ছিল, তার খোঁ জ খবর নেয়ার জন্য (তার) বাড়িতে যান। (অর্থাৎ) তার শরীর স্বাস্থ্যের খবর নেয়ার জন্য। সেখান থেকে উঠে যাওয়ার সময় তিনি ১০ হাজার লিওন দেন এবং বলেন, এটি গাড়ি ভাড়ার জন্য। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে তার চাঁদার অর্থ এভাবেই ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি এ অর্থ দিয়ে তার সেই ওয়াদাও পূর্ণ করেন যা ৫০ হাজার (লিওন) ছিল। তিনি বলেন, এখানেই শেষ নয় বরং এরপর আরেকটি কৃপাও হয় আর সেটি হলো, এক আত্মীয় বিদেশে থাকত। তার ফোন আসে এবং সে বলে, অনেক দিন যাবৎ আপনার সাথে কোন যোগাযোগ নেই, এখন উপহারস্বরূপ আমি আপনাকে ৪ লক্ষ লিওন পাঠাচ্ছি। কেবল সমপরিমান অর্থই দেন নি বরং আল্লাহ্ তা'লা দশগুণ বৃদ্ধি করে দান করেছেন। তিনি বলেন, এভাবে আমার কুরবানী করার সৌভাগ্য হয়েছে আর আমার ঈমানও সমৃদ্ধ হয়েছে।

এরপর রয়েছে গিনি কোনাকোরির বোকে রিজিওয়নের ঘটনা। সেখানকার এক গ্রামের মিশনারী বলেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য তাহরীকে জাদীদ সপ্তাহ পালন করা হয়। জুমুআর নামাযে দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং ব্যক্তিগতভাবেও বাড়ি বাড়ি যাই। একজন নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু, নাম জিব্রাঈল সাহেব। পেশাগতভাবে একজন কাঠমিস্ত্রী। তার বাড়ি গিয়ে তাকে চাঁদা দেওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, আমি আজকের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০ হাজার ফাঙ্ক রেখেছিলাম কিন্তু এর পুরোটাই আমি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমাদের কাছে এছাড়া আর কিছু নেই কিন্তু দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এ কুরবানী গ্রহণ করুন। জিব্রাঈল সাহেব বলেন, গত তিন মাস যাবৎ তিনি একটি কাঠের খাট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন কিন্তু কোন ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ চাঁদা দেয়ার কিছুক্ষণ পরই এক ব্যক্তি সেই খাট কেনার জন্য আসে আর সে এটি ১ মিলিয়ন ৫ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিয়ে কিনে নেয়। জিব্রাঈল সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের মিশনারীকে ফোন করে বলেন, আমাদের কুরবানীকে আল্লাহ্ তা'লা শুধু গ্রহণই করেন নি বরং কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে আমাদের ফেরত দিয়েছেন। এ কথা এখন তিনি তার বন্ধুবান্ধবকেও বলে বেড়ান যেন তাদের ঈমানও দৃঢ় হয়।

মুনীর হোসেন সাহেব ফ্রি টাউন সিয়েরা লিওনের একজন মোবাল্লেগ। তিনি বলেন, সূফী সঙ্গো নামে একজন খাদেম রয়েছেন। তিনি একজন ছাত্র, পড়াশোনা করছেন আর পড়াশোনার উদ্দেশ্যে তিনি মসজিদের অবস্থান করছেন। তিনি যখন আমার খুতবা শুনেন; রেকর্ডিং শুনে থাকবেন অথবা গত বছরের তাহরীকে জাদীদের খুতবা শুনে থাকবেন যাতে আমি আর্থিক কুরবানীকারীদের কথা উল্লেখ করেছিলাম। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পুরো খুতবা শুনি। ফলে আমার মাঝে গভীর উদ্দীপনা ও প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, হায়! আমিও যদি অর্থিক কুরবানীতে অংশ নিতে পারতাম! কিন্তু সমস্যা হলো, আমি একজন ছাত্র, কোন কাজও করি না এবং পড়াশোনার খরচও অতি কষ্টে যোগাড় হয়। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও আমার মাঝে ভীষণ অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে। আমি সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ সাহেবকে আমার পাঁচ লাখ লিওনের ওয়াদা লিখিয়ে দিই যা পূরণ করা আমার জন্য ছিল অনেকটা দুঃসাধ্য। এরপর এ চাঁদা পরিশোধের ব্যাপারে আমি কিছুটা চিন্তিত হই এবং দিনরাত দোয়া করতে থাকি যেন আল্লাহ্ তা'লা কোন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন আর আমি আমার ওয়াদা পূর্ণ করতে পারি। অতএব কিছু দিন পর আমার এক আত্মীয় তার ছেলেকে আহমদীয়া স্কুলে ভর্তি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসেন। স্কুলের প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে আমি কথা বললে তিনি ছেলেটিকে ভর্তি করে নেন। (ফলে) সেই ছেলের পিতা আমাকে ১ লাখ লিওন দিয়ে বলেন, রেখে দাও! তোমার খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে কাজে আসবে। তিনি বলেন, সেদিন আমার কাছে খাওয়ার জন্যও কিছু ছিল না কিন্তু আমি এই পুরো অর্থই তাহরীকে জাদীদের চাঁদা খাতে দিয়ে দেই যাতে ওয়াদার কিছু অংশ পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি বলেন, কিছু দিন পর একটি অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন আসে (এবং বলে), একটি কাজ আছে যার ভাল পরিশ্রমিকও দেওয়া হবে, তুমি কি প্রস্তুত ? আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে যাই এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে আমি ১ মিলিয়ন লিওন পাই যাদ্বারা আমি আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করি।

গ্যাবোনের মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, ঈসা দীন্দা সাহেব একজন নব–আহমদী। তিনি বলেন, বয়আত গ্রহণ এবং নিয়মিত চাঁদা প্রদানের পূর্বে আমার অবস্থা এমন ছিল যে, অনেক সময় দুই সপ্তাহ কিংবা তিন

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও কোন কাজ পেতাম না। কিন্তু যখন থেকে নিয়মিত চাঁদা দেয়া শুরু করেছি তখন থেকে প্রায় প্রতিদিনই কাজ পাই। তিনি অনেক দূর থেকে এসে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করেন, বরং যে পরিমান অর্থ চাঁদা দিতেন সে পরিমান টেক্সিভাড়াও দিতেন। এখন তার জন্য দ্বিগুন খরচ করার পরিবর্তে বাড়ি থেকেই চাঁদা পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।

জর্ডানের এক ভদ্রমহিলার নাম অজস ফজর সাহেবা। তিনি বলেন, ২২ বছর পূর্বে আমি আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আহমদী হওয়ার পর থেকেই আমি লক্ষ্য করেছি, যখনই আমি চাঁদা দেয়ার ইচ্ছা করি তখনই আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে সাহায্য করে অর্থের ব্যবস্থা করে দেন। কখনও কখনও ঠিক ততটাই অর্থের সংস্থান হয় যতটা চাঁদা দেয়ার ইচ্ছা থাকে। এটি জামা'তের কল্যাণ। তিনি বলেন, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি। বাড়িতেই কোন কাজ পেলে করি। আমার অভ্যাস হলো, চাঁদার জন্য আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে কোন অর্থ নেই না কেননা অধিকাংশ সময়ই তার হাতে অর্থকড়ি থাকে না। এজন্য আমি আমার ব্যক্তিগত উপার্জন থেকে চাঁদা দিয়ে থাকি। আমার ধারণা ছিল, এবছর আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দিয়ে দিয়েছি অথচ আসলে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমাকে স্মরণ করানো হয় তখন আমার কাছে এক দিনারও ছিল না। আমি এ চিন্তায় ছিলাম যে, কীভাবে চাঁদা পরিশোধ হবে! তখন এক ছাত্রী আমার কাছে এসে বলে, আমাকে টিউশন পড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় টিউশন ফি থেকে এখন চাঁদাও আদায় হয়ে যাবে আর কিছু অর্থ উদ্বৃত্তও রয়ে যাবে।

বুরকিনা ফাসোতে বকু বিগালা নামে একটি জামা'ত আছে। সে জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমার কাছে অ-আহমদী কয়েকজন বন্ধু এসে বলেন, আমরা আপনাদের ফসল দেখে বিস্মিত। কেননা আমরা দেখেছি আপনারা জামা'তের নির্মাণাধীন স্কুলের কাজে অনেক সময় দিয়েছেন আর আপনাদের ফসলের দেখাশোনার জন্য কেউ ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাদের ফসল আমাদের ফসলের চেয়ে ভালো হয়েছে। অথচ আমরা আমাদের পুরো সময় আমাদের জমির পেছনে দিয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ফসল ততটা ভালো হয় নি যতটা আপনাদের হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব তাদেরকে বলেন, এ স্বেচ্ছাশ্রম আমরা সবাই আল্লাহ্ তা'লা এবং জামা'তের জন্য করেছিলাম। যে সময় আমরা স্কুলের জন্য দিতাম তখন এ দোয়াও করতাম যে, হে আল্লাহ্! তুমিই আমাদের ফসলের হিফাযত কর। কেননা আমরা তোমার ওপর ভরসা করেছি। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের ফসলও ভালো হয়েছে। এখন আমরা সে অনুযায়ী চাঁদাও আদায় করে দিয়েছি।

শিশুরাও কীভাবে কুরবানীর চেতনা রাখে (দেখুন)! এসব শিশু দরিদ্র দেশের অধিবাসী। কিন্তু তাদের এ চেতনা এমন যা কোন উন্নত দেশের শিক্ষিত লোকদের মাঝেও নেই। বিস্তারিত ঘটনা হলো, যুনজুবার অঞ্চলের মোবাল্লেগ হোসাইন ইউসুফ সাহেব বলেন, একদিন মসজিদের বাইরে শিশুরা খেলা করছিল তখন এক বুযুর্গ সেপথে যাওয়ার সময় খুশি হয়ে শিশুদেরকে টফি ক্রয়ের জন্য ১৪শত শিলিং দেন। শিশুরা সেই অর্থ নিয়ে এক আহমদী দোকানদারের কাছে যায় এবং সেগুলোকে ভাঙ্গিয়ে নেয় অর্থাৎ চ্যাঞ্জ করিয়ে নেয়। সব শিশু সেই খুচরা পয়সা নিয়ে মসজিদে আসে এবং নিজ নিজ অংশের অর্থ দিয়ে টফি ক্রয়ের পরিবর্তে নিজ নিজ অংশের অর্থ থেকে প্রত্যেকে একশ শিলিং করে চাঁদা আদায় করে এবং খুব আনন্দের সাথে তাদের রশিদ নিজেদের কাছে রাখে। যখন আহমদী দোকানদার জানতে পারে যে, শিশুরা চাঁদা দেয়ার জন্য মুদ্রা পরিবর্তন করেছিল তখন তারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এই শিশুরাই একদিন আহমদীয়া জামা'তের দৃঢ় ভিত্তিতে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর শিশুদের কুরবানীর আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। এটিও তাঞ্জানিয়ার ঘটনা। সমুয়ের মোয়াল্লেম লিখেন, জামা'তের তিনজন শিশু রয়েছে যারা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। মসজিদে তারা নিয়মিত তালীম তরবিয়তী ক্লাশে অংশ নেয়। তিনজনের পরিবারই আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। স্থায়ী কোন আয় -উপার্জনের ব্যবস্থা নেই। গত মাস থেকে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করছিল আর এ প্রতিযোগিতা ছিল তাহ্রীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে। প্রত্যেকেই পৃথকভাবে নিজ নিজ চাঁদা নিয়ে আসত এবং তাদের কাছে যতটুকুই অর্থ থাকত তা তারা (চাঁদা) দেওয়ার চেষ্টা করত। এভাবে তাদের কেউ ৫ শত কেউ ৪ শত আবার কেউ ৭ শত শিলিং, অর্থাৎ যা-ই তাদের কাছে ছিল (তা তারা চাঁদা) দিয়েছে। (মোয়াল্লেম সাহেব) লিখেন, একবার আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, তাহ্রীকে জাদীদের জন্য তোমরা যে অর্থ নিয়ে আস তা কোত্থেকে নিয়ে আস? তাদের একজন বলে, আমি আমার মায়ের সাথে জঙ্গালে গিয়ে কাঠ কাটতে সাহায্য করি। হাতখরচ হিসেবে যে অর্থ পাই তাথেকে তাহ্রীকে জাদীদের চাঁদার জন্য রেখে দিই। সে আরো বলে, যখন থেকে আমি চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেছি তখন থেকে সব সময় জ্বালানী কাঠের গ্রাহক দ্রুত পেয়ে যাই আর কখনোই লোকসান হয় নি। দ্বিতীয় শিশু বলে, সেও তার হাতখরচ থেকে চাঁদার অর্থ পৃথক করে রাখে। তৃতীয় শিশুটি জানায়, তাদের বাড়ির কাছের ফলের গাছে ফল ধরে, (সেখান থেকে) কখনো কখনো তাদের খাওয়ার পর উদ্বৃত্ত কিছু ফল বিক্রি করে দেয় তা থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে চাঁদা দিয়ে থাকে। এই তিনজন শিশুই চাঁদা দেওয়ার কল্যাণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে চাঁদা দেওয়ার ফলে তাদের জীবনে কীভাবে প্রশান্তি অনুভূত হয় তাও উল্লেখ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই শিশুদের ঈমান ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। এই হলো সেই ঈমান যার স্বাদ আমাদের শিশুরাও পায়।

বেলিজের মোবাল্লেগ ইনচার্জ শিশুদের আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এটি একেবারে পৃথিবীর অপরপ্রান্ত। একটি এক প্রান্ত অন্যটি ভিন্ন প্রান্ত কিন্তু ভেবে দেখুন! তাদের চিন্তাধারা আশ্চর্যজনকভাবে এক ও অভিন্ন! বেলিজে মসজিদ নির্মাণকালে ১৪ বছরের এক কিশোর তার সমস্ত সঞ্চয় ও পুঁজি উপস্থাপন করে। সে তাহ্রীকে জাদীদ খাতেও কুরবানীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। শিশুটি খুবই দরিদ্র ঘরের ছেলে। তার পিতা অতি কষ্টে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করে। তিনি বলেন, মুরব্বী সাহেব তাহ্রীকে জাদীদের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করলে এই কিশোর এক ডলার দিয়ে বলে, এটি আমার পরিবারের পক্ষ থেকে। এতে মুরব্বী সাহেব খুবই আনন্দিত হন, কেননা তাদের আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এতটা কুরবানী করাও অনেক বড় বিষয় ছিল। কিন্তু দানিয়েল, অর্থাৎ সেই কিশোর বলে, এখানে আমার নাম লিখবেন না। এটি আমি আমার পরিবারের পক্ষ থেকে দিয়েছি। আমার অংশ আমি পরে দিব। পরের দিনই সেই কিশোর আরো ১০ ডলার দিয়ে বলে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ আমাদের পরিবারের সবার প্রতি কৃপা করবেন। একই সাথে নিজের পক্ষ এই (অর্থ চাঁদা) দিয়ে দেয়।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে নব দীক্ষিতদের হৃদয়ে কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি করেন এবং কীভাবে তাদেরকে কল্যাণমণ্ডিত করেন- এ সম্পর্কে মরক্কোর নূরুদ্দীন সাহেব বলেন, ২০১৭ সনে বয়আত করার পর থেকেই আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিতে আরম্ভ করি। তখন আমার আয় একেবারেই সামান্য ছিল। তিনি বলেন, একদিন জামা'তের ওয়েবসাইটে তিনি আমার খুতবা শুনেন যাতে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী এবং অন্যান্য আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর ঘটনা তুলে ধরেছিলাম। তিনি বলেন, এর ফলে আমার হৃদয়ে এক ধরণের উদ্দীপনা সৃ ষ্টি হয়। কিছু দিন পর মরক্কো জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে আমি বলি, আমি ওসীয়্যত করতে চাই। তিনি কতক শর্ত এবং দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন, ফলে আমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায় আর আমি ওসীয়্যত করে ফেলি। এর কয়েক মাস পরেই আমার (আর্থিক) অবস্থা ভালো হয়ে যায় আর একটি কোম্পানিতে ভালো বেতনের চাকরি পেয়ে যাই। আমি এখন ঐ কোম্পানিতেই অন্য একটি শহরে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি। আমার বেতন কেবল তিন বছরে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার ওপর কোম্পানির ভরসা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আমি যখন মরক্কোর রাজধানী থেকে অন্য শহরে যাচ্ছিলাম তখন ম্যানেজার আমাকে বলেন, তোমার মতো কাজ করে এমন অন্য কোন আহমদী যদি থাকে আর চাকরি করতে চায় তাহলে বলতে পার। তিনি বলেন, এটি শুনে আমি ভীষণ আবেগাপ্লুত হই আর আমার চোখে আশ্রুসজল হয়ে যায়। আমি আমার শহরের এক আহমদী বন্ধুর সাথে কথা বলি এবং তিনি চাকরিটি পেয়ে যান। তাকেও এখন ম্যানেজার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, চাঁদা দেওয়ার কারণে আমার ওপর পরিবারের চাপ রয়েছে এবং কতক আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকেও হাসিঠাট্টার সম্মুখীনও হতে হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, চাঁদা প্রদানের কারণে আমাকে কখনো আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয় নি।

অস্ট্রেলিয়ার পার্থ থেকে মুরব্বী সাহেব লিখেন, একজন খাদেম, যিনি তখনও এ বছরের তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করেন নি, চাঁদা আদায়ের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, কোভিডের কারণে কাজ পাই নি। আর্থিক সংকটের সম্মুখীন, কিন্তু কিছুদিন পর তার সাথে যখন পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বলেন, আমি আমার চাঁদা আদায়ের জন্য ঘরের কিছু আসবাবপত্র বিক্রি করে দিয়েছি যাতে চাঁদা পরিশোধ করতে পারি। তিনি আরও বলেন, আমি এরূপ করার কিছুদিন অতিবাহিত হতেই চারটি নতুন কন্ট্রাক্ট পাই এবং একইসাথে নতুন একটি চাকরিও পেয়ে যাই যা পেইড জব ছিল আর আয়ও পূর্বের চেয়ে বেশি ছিল। আমি অনুধাবন করি যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা। ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে আমি যে চাঁদা আদায় করেছিলাম তা আল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এরপর দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার একটি শহর থেকে তাহরীকে জাদীদের

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, একজন নিষ্ঠাবান বন্ধুর তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমি আমার বাড়ি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছি। বিক্রি হতেই আমি চাঁদা পরিশোধ করে দিব। এর দু'দিন পরে তার ফোন আসে এবং তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আশাতীত লাভজনক মূল্যে আমার বাড়িটি বিক্রি হয়েছে। আর তার বিশ্বাস যে, চাঁদা পরিশোধ করার অঙ্গীকারের কারণে এমনটি হয়েছে। সুতরাং তিনি তার ওয়াদার চেয়ে ছয়গুণ বেশি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা আদায় করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা যখন জাগতিক কল্যাণেও ভূষিত করেন তখন একজন আহমদীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় যে, এটি আমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নয় বরং ত্যাগের ফসল। কেবল একজন আহমদীই এই চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ, অন্য কারো মাথায় এমন কথা আসতেই পারে না।

আর্জেন্টিনার মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, আমি আর্থিক কুরবানীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ লিখি আর তাতে আমার (অর্থাৎ হুযূরের) খুতবার শব্দাবলী লিখেন যে, নও-মুবাঈনদের বলা উচিত, আর্থিক কুরবানী করা আবশ্যক। তাদেরকে বলুন, তোমাদের কাছে আহমদীয়াতের যে বাণী পৌঁছেছে তা তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীকারীদের কারণেই পৌঁছেছে। এ কারণে এতে অংশগ্রহণ কর যেন তোমরা নিজেদের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পার এবং এই বাণী যেন অন্যদের মাঝে প্রচার করতে পারে- এই উদ্ধৃতিটি তিনি আমার খুতবা থেকে নিয়েছেন এবং তা ছাপিয়ে দেন। তিনি বলেন, এই প্রবন্ধ যখন জামা'তের সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয় তখন একজন খাদেম আনাস হিযকীর সাহেব আমার সাথে যোগাযোগ করেন এবং বলেন, তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ের জন্য মিশন হাউসে আসতে চান। তীব্র গরম সত্ত্বেও স্কুল ছুটি হওয়ার তাৎক্ষণিক পরেই তিনি পাবলিক বাসে এক ঘণ্টারও বেশি সময় সফর করে মিশন হাউসে পৌঁছেন এবং এক হাজার আর্জেন্টাইন পিসো তাহরীকে জাদীদ-এর চাঁদা হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমি খুবই অবাক হই, কেননা তার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না এবং তিনি নিজেও একজন স্কুলছাত্র। তার বিশেষ কোন আয়ের ব্যবস্থাও ছিল না। পরিবারের আর্থিক অবস্থাও খুব একটা ভালো ছিল না। তিনি বলেন, সেদিন তিনি অর্থাভাবে নিজেও দুপুরের খাবার পর্যন্ত খান নি। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যুগ খলীফার এই বাণী তার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে যে, নব-দীক্ষিতদেরও তাহ্রীকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করা উচিত, কেননা তাদের নিকট আহমদীয়াতের বাণী তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমেই পৌঁছেছে। তিনি বলেন, একদিকে আমি এই বাক্য পড়ি আর অন্যদিকে সেদিনই পবিত্র কুরআনের (সেই) আয়াত পড়ি যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, শহীদদেরকে এবং তাদের কুরবানী সমূহকে মৃত জ্ঞান করো না, বরং তারা চিরঞ্জীব। তিনি বলেন, আমার হৃদয়েও এই আকঙ্ক্ষা জন্মায় যে, আমিও যেন এরূপ কুরবানী করতে পারি যার উপকারিতা ও উত্তম পরিণাম আমার মৃত্যুর পরও জীবিত থাকবে। তিনি বলেন, আমার পরিবারের সদস্যরা যারা সবাই অ-মুসলিম, আমার জন্মদিনে কিছু নগদ অর্থ উপহারস্বরূপ প্রদান করেছিল। সুতরাং সেই অর্থ হতে যা-ই এখন আমার কাছে অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকুই আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেছি, যাতে করে এই অর্থ দিয়ে অন্যদের নিকটও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছায় যেভাবে আমার নিকট পৌঁছেছে। এ হলো সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা আহমদীয়াত গ্রহণের পর মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়।

নতুন আহমদী হোক বা পুরাতন, যখনই কেউ এটি শুনে যে, আহমদীয়া জামা'ত কীভাবে অর্থ ব্যয় করে এবং কোথায় কোথায় ব্যয় করে, তখন এর একটি বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। যে সকল জামা'তে এদিকে মনোযোগের ঘাটতি রয়েছে, তারা যদি এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করে তবে তাদের চাঁদার পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে পারে। যাহোক, লাইবেরিয়ার একটি ঘটনা রয়েছে। একজন স্থানীয় মুয়াল্লেম মুর্তজা সাহেব এমন একটি জামা'তে পদায়িত আছেন যে জামা'তের অধিকাংশ সদস্যই নবদীক্ষিত এবং তারা খ্রিষ্টধর্ম হতে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, তাহরীকে জাদীদের কাজে তিনি তার একটি জামা'তের সফরে যান। তিনি যখন গ্রামে পৌঁছেন তখন ছিল দুপুর বেলা। অধিকাংশ লোক তাদের ক্ষেতে কাজ করার জন্য চলে গিয়েছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত সদস্যদের বলেন, আমি আজ রাতে এখানেই অবস্থান করব এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের শতভাগ সদস্য এই কল্যাণমণ্ডিত তাহরীকে অংশগ্রহণ না করবে। রাতে যখন গ্রামের সকল সদস্য ফিরে আসে তখন তিনি জামা'তের সকল সদস্যের সম্মুখে তাহরীকে জাদীদের মহান তাহরীকের পটভূমি ও গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় জামা'তের সকল সদস্য-সদস্যা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এতে অংশগ্রহণ করে। পরদিন সকালে ফিরে যাবার সময় কেউ তাকে বলে যে, এক বন্ধু আলফানসো সাহেব দু'মাস যাবৎ (গ্রামের) বাইরে নিজের খামারে অবস্থান করছেন এবং তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণ করেন নি; কিন্তু আপনি তার নিকট যেতে পারবেন না, কেননা প্রথমত তার জমি অনেক দূরে আর দ্বিতীয়ত বৃষ্টির কারণে রাস্তাও বন্ধ হয়ে আছে। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, আমি তার নিকটও যাব (যেন) আপনাদের জামা'তের শতভাগ লোক এই কল্যাণমণ্ডিত তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে পারে। জামা'তের সদস্যরা তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্তে অনঢ় থাকেন। যাহোক কিছু সদস্য তার সঙ্গী হয়ে যায়। আড়াই ঘণ্টা পায়ে হেটে সফর করার পর জামা'তের সদস্যরা যখন আলফানসো সাহেবের কাছে পৌঁছায় তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন এবং আনন্দিতও হন। তিনি তৎক্ষনাৎ তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদান করেন। তার অর্থাৎ আলফানসো সাহেবের স্ত্রী-সন্তানরাও তার সাথেই অবস্থান করছিল। তার স্ত্রী তখনও আহমদী হন নি। এই পুরো দৃশ্য দেখার পর তার স্ত্রী বলেন, আমি আহমদীদের ধর্মসেবার স্পৃহা দেখে অভিভূত, সুতরাং আজ হতে আমিও এই জামা'তে প্রবেশ করছি এবং আমার সন্তানরাও এই জামা'তের অংশ হবে। এভাবে এর (অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদের) কল্যাণে একটি পরিবার আহমদীয়াতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করে।

বয়আত করার পর কীভাবে মানুষ আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব অনুধাবন করে! (তা দেখুন) মালি থেকে মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, একটি অঞ্চলে সীদু সাহেব নামে এক ব্যক্তি আছেন। একদিন তিনি কিতা -এর আহমদী মিশন হাউসে আসেন এবং নিজের তাহরীকে জাদীদের চাদা দিয়ে বলেন, তাহরীকে জাদীদের বছর শেষ হতে যাচ্ছিল আর আমি বেশ কিছুদিন যাবৎ অস্থির ছিলাম যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তৌফিক দান করেন আর আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করতে পারি। আজ আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তৌফিক দিয়েছেন, তাই আমি এসেছি। সেই ব্যক্তির একটি পা অকেজো ছিল। তাকে যখন বলা হয় যে, আপনি কষ্ট করে কেন এসেছেন, আমাদের জানালে আমরা স্বয়ং আপনার কাছে পৌঁছে যেতাম। তিনি উচ্ছসিত কণ্ঠে বলেন, আমি ইমাম মাহদীকে মান্য করেছি। আমি আপাতঃ শারিরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও নিজেকে কতিপয় সুস্থ মানুষ থেকেও উত্তম মনে করি। আর আল্লাহ্র কৃপায় ধর্মের জন্য ভালবাসা রাখি। হয়তো এই অবস্থায় আল্লাহ্র ধর্মের উন্নতির খাতিরে আমার এ পর্যন্ত হেটে আসা আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণীয় হবে এবং আমার ক্ষমার কারণ হবে।

বেনিন থেকে মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, মোতুওয়ামা নামে একজন স্থানীয় মুয়াল্লেম সাহেব বলেন যে, তিনি তার এলাকায় একটি নতুন বয়আতকৃত জামা'তে সফরে যান। সেই জামা'তের প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সাহেব বলেন, আমি জন্মগতভাবে মুসলিম এবং সর্বদা প্রতিবছর আর্থিক কুরবানী আর আল্লাহ্র রাস্তায় খরচের নামে কিছু না কিছু আমাদের ইমামকে দিয়ে এসেছি। আমাদের আহমদী হওয়ার এটি প্রথম বছর ছিল এবং প্রথমবার আমরা আহমদীয়া জামা'তে আর্থিক কুরবানী করছি। এর পূর্বে আমরা ইমামকে যা-ই দিতাম তার সবটাই তার (ব্যক্তিগত) কাজে ব্যয় হতো। কিন্তু যখন আমরা আহমদীয়া জামা'তের মুবাল্লেগের কাছে আর্থিক কুরবানী হিসেবে প্রদত্ত অর্থের ব্যয়খাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি আর উত্তরে যে মহান উদ্দেশ্যে খরচের কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন সে সম্পর্কে আমরা অনবহিত ছিলাম। জামা'ত এই সামান্য প্রদত্ত অর্থকেও নষ্ট করে না, বরং এই সামান্য প্রদত্ত অর্থকেও সমগ্র পৃথিবীতে চলমান ছোট বড় সকল প্রকার কল্যাণমূলক কাজ এবং ইসলাম প্রচারে ব্যয় করে।

আর কোন ব্যক্তি যদি সামান্য কিছু ফ্রাঙ্কও চাঁদা দেয় সে এর সর্বোত্তম প্রতিদান লাভ করে। অতএব, কুরবানীর এই দর্শন অনুধাবন করে আমরা তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দিয়েছি আর আমরা অনুভব করেছি যে, এই বছর আমাদের ঘরসমূহে আর্থিক সংকটও আসে নি আর আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের চিকিৎসায় নিত্যদিন যে খরচ করতে হতো, তা-ও এ বছর করতে হয় নি। আমাদের নামাযের উপস্থিতি পূর্বের চেয়ে ভালো হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সুরক্ষিত রেখেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই বছর আর্থিক কুরবানী করার পর আমাদের আত্মিক প্রশান্তিও লাভ হয়েছে যে, আমাদের কুরবানী বৃথা যায় নি। মানুষ বলে, আফ্রিকার দুর্গম শহরে বসবাসকারী অশিক্ষিত লোকদের বিবেক বুদ্ধি নেই। কিন্তু এসব এমন পরিপক্ক চিন্তা এবং উচ্চমানের মানসিকতা যে বড় বড় জ্ঞানী মানুষের মাঝেও দেখা যায় না। কত সুন্দরভাবে তারা সবকিছু বর্ণনা করেছেন এবং আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব কীভাবে তাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে দেখুন! এটি হলো সেই বিপ্লব যা বয়আতের পর মানুষের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে ইসলামের প্রচারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার তৌফিক দান করুন এবং আমরা যেন নিজেদের পবিত্র উপার্জন থেকে কুরবানী করতে পারি আর আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই কুরবানী গৃহীত হোক এবং তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

এখন আমি তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করব এবং কিছু পরিসংখ্যানও উপস্থাপন করব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ৩১ অক্টোবর তারিখে তাহরীকে জাদীদের ৮৭তম বছর শেষ হয়েছে এবং ৮৮তম বছর শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যরা তাহরীকে জাদীদের আর্থিক খাতে এক কোটি তিপান্ন লক্ষ পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক লাভ করেছে, যা গত বছরের তুলনায় ৮ লক্ষ ৪২ হাজার পাউন্ড বেশি।

জার্মানী সারা পৃথিবীর জামা'তগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়ে আছে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো নয়। কুরবানীর ক্ষেত্রে যদিও তারা অগ্রসর থাকে। তাদের জন্যও দোয়া করুন। এছাড়া এমনিতেও তারা আজকাল সমস্যার সম্মুখীন। নিত্যদিন কোন না কোন মামলা-মোকদ্দমা এবং কারো না কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হতে থাকে। আইনও তাদেরকে যতটা নিষ্পেষণ করতে পারে, কষ্টের সম্মুখীন করতে পারে, তা করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যাদি দূর করুন এবং তারাও যেন স্বাধীনভাবে নিজেদের সকল কর্মকাণ্ড করতে পারে, ইজতেমাও যেন হয়, জলসাও যেন হয়, আর প্রকাশ্যে নিজেদের কুরবানীর প্রকাশও যেন তারা করতে পারে। তারা তো প্রকাশ করবে না, কিন্তু আমরা যেন তাদের হয়ে প্রকাশ করতে পারি। বাধ্য-বাধকতার কারণে তাদের কোন কোন কুরবানীর উল্লেখ করাও সম্ভব হয় না।

যাহোক, এছাড়া যারা আর্থিক কুরবানীকারী রয়েছে (তাদের মাঝে) যেমনটি আমি বলেছি, জার্মানী প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য। অতঃপর স্থানে রয়েছে আমেরিকা। কানাডা চতুর্থ, পঞ্চম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ভারত, সপ্তম স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, অষ্টম স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে রয়েছে ঘানা, দশম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামা'ত।

আফ্রিকান দেশসমূহে সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করেছে ঘানা, এরপর রয়েছে যথাক্রমে নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাঁসো, তানজানিয়া এবং সিয়েরা লিওন যথাক্রমে। পূর্বেও আমি বলেছিলাম যে, সিয়েরা লিওনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব এবং অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু যেরূপ দৃষ্টি দেওয়া উচিত তা দেওয়া হচ্ছে না। মানুষকে যদি সঠিকভাবে বলা হয় তাহলে মানুষ কুরবানী করে, যেমনটি আমি ঘটনাবলীতেও উল্লেখ করেছি। এরপর রয়েছে যথাক্রমে গ্যাম্বিয়া, বেনিন, উগান্ডা, কেনিয়া এবং লাইবেরিয়া যথাক্রমে।

অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে নাইজেরিয়া। এরপর রয়েছে যথাক্রমে গ্যাম্বিয়া, সেনেগাল, ঘানা, তানজানিয়া, গিনি কোনাক্রি, মালাভী, উগান্ডা, গিনি বাসাও, কঙ্গো কিনশাসা, বুরকিনা ফাসোঁ, কঙ্গো ব্রাযভিল। আফ্রিকার বাইরে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য যেসব দেশ রয়েছে, অর্থাৎ বড় জামা'তগুলোতে এ ক্ষেত্রে যে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, তাদের মাঝে রয়েছে জার্মানী প্রথম স্থানে, এরপর রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, হল্যান্ড, বাংলাদেশ আর অতঃপর রয়েছে মরিশাস।

দফতর আউয়াল-এর খাতসমূহ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সবগুলো চালু আছে। জার্মানীর প্রথম দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে রুইডার মার্ক, নোয়েস, মেহদিয়াবাদ, কোলোন, রডগো, নিডা, ফ্লোরিষ হায়েম, পিনে বার্গ, ফ্র্যাঙ্কানথল, অসামবুর্গ। প্রথম দশটি স্থানীয় এমারত হলো যথাক্রমে হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, গ্রসগ্রাও, ডিটসেনবাখ, উইয বাদেন, মরফিল্ডন, রেডস্টেড, ম্যানহাইম, ডামস্টেড এবং রিযেলশায়েম।

পাকিস্তানে তাহরীকে জাদীদের কুরবানীতে আদায়ের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, এরপর রয়েছে রাবওয়া, এরপর রয়েছে করাচী। জেলাগুলোর মাঝে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর রয়েছে যথাক্রমে গুজরাওয়ালা, শিয়ালকোট, ওমরকোট, মুলতান, টোবাটেকসিং, মিরপুর খাস, আটেক, মিরপুর আযাদ কাশ্মীর এবং ডেরা গাজী খান। চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে অধিক কুরবানীকারী এমারতগুলো হলো যথাক্রমে ডিফেন্স লাহোর, গুলশান ইকবাল করাচী, আযীযাবাদ করাচী, টাউনশিপ লাহোর, মডেল টাউন লাহোর, মোঘলপুরা লাহোর, দিল্লী গেট লাহোর, ক্লিফ্টন করাচী, ভাওয়াল নগর শহর এবং হাফেযাবাদ শহর।

যুক্তরাজ্যের প্রথম পাঁচটি রিজিওন হলো, বাইতুল ফুতুহ, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফযল মসজিদ, এরপর রয়েছে ইসলামাবাদ, মিডল্যান্ডস এবং বাইতুল এহসান রিজিওন।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের প্রথম দশটি বড় জামা'ত হলো, ফার্নহাম, এরপর রয়েছে যথাক্রমে ইসলামাবাদ, সাউথ চীম, ফযল মসিজদ, উস্টার পার্ক, বার্মিংহাম সাউথ, ওয়ালস হল, অল্ডারশট, জিলিংহাম, গিল্ডফোর্ড।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে আমেরিকার জামা'তগুলো হলো- মেরিল্যান্ড, লস এঞ্জেলেস, ডেট্রয়েট, সিলিকন ভ্যালি, শিকাগো, সিয়াটল, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, অশকোশ, আটলান্টা, জর্জিয়া, সাউথ ভার্জিনিয়া, হিউস্টন, এরপর ইয়র্ক এবং বোস্টন।

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার স্থানীয় এমারতগুলো হলো- ভন, পীস ভিলেজ ও ক্যালগেরী (উভয়টি একই স্থানে রয়েছে), এরপর রয়েছে ভ্যানকুভার, টরেন্টো ওয়েস্ট, অতঃপর রয়েছে টরেন্টো যথাক্রমে।

ভারতের প্রথম দশটি জামা'ত হলো, যথাক্রমে কাদিয়ান প্রথম, এরপর রয়েছে কোয়েম্বাটুর, হায়দ্রাবাদ, কেরোলাঈ, পাঠাপ্রিয়াম, কোলকাতা, ব্যাঙ্গালুর, কেরাঙ্গা, কালিকাট, মেলাপালেম। আর কুরবানীর দিক থেকে প্রদেশগুলো হলো- কেরালা প্রথম স্থানে, এরপর তামিলনাড়ু, এরপর জম্মু কাশ্মীর, এরপর যথাক্রমে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিম বঙ্গ, দিল্লি , লাক্ষাদ্বীপ।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে ম্যালবোর্ন, লঙ্গ ওয়ারেন, ক্যাসেল হিল, মার্সডন পার্ক, ম্যালবোর্ন বেরভিক, এডলাইড সাউথ, প্যানরিথ, পার্থ, এসিটি ক্যানবেরা, প্যারামাটা, এডলাইড ওয়েস্ট। এগুলো ছিল অস্ট্রেলিয়ার জামা'তসমূহ।

আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কুরবানীকারীর ধনসম্পদ ও জনসম্পদে বরকত দান করুন।

****

ওয়াকফাতে নওদের সাথে প্রশ্নোত্তর সভা

* একজন ওয়াকফা নও বলে, আমার মা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। দোয়ার আবেদন জানাই। হুযুর বলেন: আল্লাহ্ ফযল করুন।

* এরপর একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে, যে, অনেকের নাম 'মহম্মদ' হয়ে থাকে আর মানুষ নাম ধরে গালি দেয়। আর অভ্যাসবশতঃ সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম'-ও বলে দেয়।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহম্মদ নাম রাখতে কোন দোষ নেই। মহম্মদ আহমদ বা গোলাম আহমদ বা এই ধরণের অনেক নাম রাখা হয়। যদি কারো নাম মহম্মদ হয় তবে সে নিশ্চয় সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লাম-এর যোগ্য নয়। যদি কেউ বলে থাকে তবে সে ভুল করে। আপনি যদি এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হন তবে তৎক্ষণাৎ তার সংশোধন করুন। আপনাদেরকে কেউ যতই গাল-মন্দ করুক না কেন সংশোধন করাও আপনাদের কাজ। সত্যের জন্য যদি প্রহৃত হতেও হয় তবে তা স্বীকার করে নিন।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, যদি কারো পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায় তবে কি উমরাও করা যেতে পারে? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হজ্জ করা গেলে উমরা কেন করা যাবে না? উমরাও করা যাবে।

* এরপর একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, আমাদের মধ্যে অনেক ওয়াকফাতে নও আছে যারা নিজেদের পছন্দের ক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য লিখে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কারণবশতঃ যেতে পারে নি। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে আর এখন সন্তানও হয়ে গেছে। এরপর সেই কর্মক্ষেত্রে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এমন ওয়াকফাতে নওদের জন্য আদেশ কি? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগের ময়দান সকলের জন্য ফাঁকা পড়ে আছে। যদি সন্তান-সন্ততি থাকে তবে শিশুদের তরবীয়ত বা শিক্ষা-দীক্ষার ময়দান ফাঁকা পড়ে আছে। ইবাদতের ময়দানও অনুরূপভাবে ফাঁকাই রয়েছে। ইবাদতের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন। নিজেদের শিশুদের উত্তম তরবীয়ত করুন এবং নিজের পরিবেশ ও গণ্ডীর মধ্যে তবলীগ করুন। যদি লাজনাদের পক্ষ থেকে কোন কাজ দেওয়া হয় সেই কাজের দায়িত্ব একজন ওয়াকফে যিন্দগীর মত পালন করুন।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করে যে, আমাদের জামাতের স্লোগান হল 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো তরে'। কিন্তু কিছু কিছু সংগঠন বা সম্প্রদায় নিরীহ মানুষদের হত্যা করছে। তাদের সম্পর্কে কি বলা উচিত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এ সম্পর্কে আমি একটি খুতবা দিয়েছিলাম। খুতবা নিয়মিত শুনুন এবং খুতবার বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে স্মরণ রাখুন।

তিনি(আই.) বলেন: আমাদের স্লোগান যাই হোক, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ থেকেই তো তার উৎপত্তি। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমরা অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়েরই সাহায্য কর। সাহাবাগণ প্রশ্ন করেন অত্যাচারীর সাহায্য কিভাবে করব? এর উত্তরে তিনি (সা.) উত্তর দিলেন যে, তাকে সেই অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখ, তাকে বোঝাও। হাত অথবা কথা দ্বারা তাকে বিরত রাখ। অন্যথায় তার জন্য দোয়া কর।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ভালবাসার মান একই হতে পারে না। আপনার নিজের সন্তানের প্রতি যে ভালবাসা রয়েছে তা অন্য পর্যায়ের আর মাতা-পিতার প্রতি যে ভালবাসা তা অন্য মাত্রার। অনুরূপভাবে ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবের প্রত্যেকের সাথে ভালবাসার মান ভিন্ন ভিন্ন। চুরি করার কারণে চোরের প্রতি তো তুমি সহানুভুতি রাখতে পার না। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে সেই ব্যক্তির প্রতি সহানুভুতি রয়েছে। তার কর্মের জন্য আমাদের কোন সহানুভুতি নেই। যে ব্যক্তি কোন ধরণের মন্দ কাজ করে, তার প্রতি ভালবাসার দাবি হল তাকে হাত দিয়ে বা মৌখিকভাবে সেই মন্দ কাজ থেকে বিরত না রাখা যায় তবে তার জন্য দোয়া করা যেন সে সেই কাজ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু যদি মনের মধ্যে বিদ্বেষ লালন করে তার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা হয় তবে সেটি ঘৃণা। ভালবাসার অর্থ ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেবল বাহ্যিক অর্থ নিলেই চলবে না। আপনাদের মনে যদি এমন ব্যক্তির জন্য বিদ্বেষ লালিত হয় তবে তা ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু যদি তার সংশোধনের চেষ্টা করা হয় তবে সেটি ভালবাসারই একটি পর্যায়।

* একজন ওয়াকফা নও বলে, আমার প্রশ্ন হল তবলীগ সংক্রান্ত। অনেকে জামাতের বিষয়ে প্রভাবিত হয়, খিলাফত ব্যবস্থাপনাও তাদেরকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় না। এমন মানুষদেরকে কি নির্দেশনা দেওয়া উচিত। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাতের অন্তর্ভুক্ত না হোক, (তাতে ক্ষতি কিসের?) আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন কাউকে সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং জামাতের অন্তর্ভুক্ত করা আমার কাজ, তোমাদের কাজ নয়। আঁ হযরত (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন -بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ অর্থাৎ তোমার উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি পৌঁছে দাও। অতএব আপনাদের কাজ হল তবলীগ করা। তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়া। যারা সৎ প্রকৃতির এবং যাদের মধ্যে খোদাভীতি রয়েছে তারা অবশ্যই আসবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনেকে আছেন যারা জামাতকেও ভাল চোখে দেখেন এবং খিলাফতকেও ভাল মনে করে। এমন মানুষদের জন্য দোয়া করুন যে, তাদের আহমদী হওয়ার ক্ষেত্রে যে অন্তরায় রয়েছে তা যেন দূর হয় এবং তারা বয়আত করে নেয়। কেননা বয়আতই হল আসল কাজ । আপনাদের কাজ হল এমন মানুষদের জন্য দোয়া করা। জোর করা যাবে না। আর কাউকে জোর করেও আহমদী বানানো যাবে না। কেবল বাণী পৌঁছে দিন। এরপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন এবং বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিন। এইভাবে অন্ততঃপক্ষে বাণী তো পৌঁছে যাবে। এরপর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে, তাদের বাধাসমূহ দূর হয়ে যাবে বা জগতের ভয় তাদের মন থেকে দূর হয়ে যাবে কিম্বা জামাত এত বেশ উন্নতি লাভ করে ফেলবে যে, সবাই জানতে পারবে মানুষ এই জামাতে প্রবেশ করছে। আর তাদের কাছে কোন ছুতো থাকবে না যে, জামাত কি তা আমরা জানতাম না। তাই যখন সেই সফলতা অর্জিত হবে তখন ইনশাল্লাহ্ লোকেরা এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ্ তা'লা এই কারণেই কুরআন মজীদে বলেছেন 'ফি-দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা'। আপনাদের কাজ হল 'ইসতেগফার' করা এবং দোয়া করা। এই কাজ অব্যাহত রাখুন এবং সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখুন।

একজন ওয়কফা নও বলে, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক এবং ইন্টিলিজেন্ট সিস্টেমে মাস্টার ডিগ্রি করছি। মাস্টার কোর্সে তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে যাওয়া যেতে পারে। একটি হল আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, দ্বিতীয়টি হল চিকিৎসা উপকরণ ও সরঞ্জাম তৈরীর ক্ষেত্র এবং তৃতীয়টি হল প্রতিবন্ধীদের জন্য ইন্টিলিজেন্স সিস্টেম তৈরী করার ক্ষেত্র। এগুলির মধ্যে কোন ক্ষেত্রটি আমার জন্য নির্বাচন করা উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন: তৃতীয় ক্ষেত্রটি নির্বাচন করুন যেখানে প্রতিবন্ধীদের জন্য ইন্টিলিজেন্স সিস্টেম তৈরী করা হয়। আর এমনটি করার সময় রাবোয়াতে গিয়ে ওয়াকফে আরজি (সাময়িকভাবে খিদমতের জন্য উপস্থাপন করা) করে আসুন, যেখানে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি স্কুল খোলা হয়েছে।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.) যখন পরিদর্শনে যান, তখন কি তিনি মালপত্র গোছানোর কাজ নিজেই করেন? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি নিজে করি না। আল্লাহ্‌র ফযলে এই কাজ আমার স্ত্রী করে দেয়।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, এখানে জার্মানীতে মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয় যার উদ্দেশ্য হল যাতে শিশুরা যখন এক বছরের হয়ে যাবে তখন মায়েরা যেন যথাশীঘ্র কাজে ফিরতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ এর এও উদ্দেশ্য থাকে যে, পিতারাও যেন সন্তানের দেখা শোনা করে। এখানকার সমাজ যদি এমন সব নিয়ম-কানুন মেনে চলে তবে কি তারা উন্নতি করতে পারবে? হুযুর আনোয়ার বলেন, সরকার যদি মাতৃত্বকালীন ছুটি দেয় তবে তা মায়েদের পাওয়ার অধিকার রয়েছে আর সরকার তা প্রদান করছে। এর উপর কোন আপত্তি করা যেতে পারে কি? আর পুরুষরা যদি এমনটি করে যে, সরকারের কাছ থেকে বেতন নিয়ে কাজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। উপরন্তু মায়েদের উপর শিশুর দেখাশোনার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজে ঘুরে বেড়ায়, তবে তা অনুচিত। কিন্তু যদি স্ত্রীর সাহায্য করে থাকে এবং শিশুর দেখাশোনা করে তবে সেটিকে সঠিক বলা যেতে পারে।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, হুযুর আনোয়ার গত বছর একটি জুমার খুতবায় নিজের ফুফুর সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি লটারী কেটে ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি কোথাও লটারী শব্দ ব্যবহার করি নি। লটারী তো অবৈধ। আমি বলে ছিলাম প্রাইজ বন্ড। পাকিস্তানে প্রাইজ বন্ড প্রচলিত আছে যা একটি বৈধ জিনিস। কেননা আপনারা প্রাইজ বন্ড ক্রয় করার পর সেটিকে বিক্রিও করতে পারেন। লটারীতে একটি সংখ্যা বেরিয়ে আসে আর বাকি সমস্ত লটারী কোন কাজে আসে না। কিন্তু প্রাইজ বন্ড একটি সরকারী প্রকল্প। যদি একশ টাকার প্রাইজ বন্ড হয় আর সেটি প্রথম বারে না বেরিয়ে আসে, তবে তা পরের বারে বেরিয়ে আসতে পারে। যদি না বের হয় তবে চার-পাঁচ কিম্বা দশ বছর পর্যন্ত তা পড়ে থাকে। কিন্তু তবু আপনি সেই একশ টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন। অনুরূপভাবে ইউরোপেও প্রাইজ বন্ড সিস্টেম প্রচলিত আছে। প্রাইজ বন্ড কেনা সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু লটারী একবার কেনার পর তা নষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত লটারীর মধ্যে মোট দু'টি বা তিনটি পুরস্কার বের হওয়ার পর বাকি সব নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু প্রাইজ বন্ডে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কারের পর অস্যংখ্য পুরস্কার থাকে। আর প্রাইজ বন্ডের মূল্য সব সময় বজায় থাকে। যদি একশ টাকার প্রাইজ বন্ড থাকে তবে তা একশ টাকার নোটের মতই পড়ে থাকে বা যদি পাঁচ হাজার টাকার বন্ড হয় তবে ঠিক যেন বাড়িতে পাঁচ হাজার টাকা রাখা আছে। এই জন্য বন্ড এবং লটারীর মধ্যে বিস্তর পার্থ্যক্য আছে। লটারী এক প্রকার জুয়া, কিন্তু বন্ড জুয়া নয়।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, আমার যমজ সন্তান রয়েছে। তাদের তরবীয়তের বিষয়ে উদ্বিগ্ন থাকি। হুযুর কি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কোন উপদেশ দিতে পারেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নিজের নমুনা প্রদর্শন করুন। যথাযথভাবে নামায পড়ুন। বাচ্চারা যেন বুঝতে পারে যে, আপনি নামাযী। যে সমস্ত পিতা-মাতারা নামাযী হয় তাদের ছোট বাচ্চারা নিজেরাই জায়ে নামায পাতে এবং আল্লাহ্ আকবার বলে নামায পড়া আরম্ভ করে দেয়। অতএব শৈশব থেকেই সন্তানের মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে তুলুন। এছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে সেক্ষেত্রে মার্জিত ভাষা এবং শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ থাকা কাম্য। নিজেদের মধ্যে কথপোকথনের সময় যদি কোমল ভাষার প্রয়োগ এবং পারস্পরিক ভালবাসা প্রকাশ পায় তবে সেক্ষেত্রে শিশুরাও উপলব্ধি করে যে, প্রীতিপূর্ণ কথা বলা উচিত এবং গালি দেওয়া উচিত নয়। অনুরূপভাবে নিজেদের নুমনা দেখান। আমি দেখেছি যে, যদি নিজের নমুনা প্রদর্শন করেন তবে তা শিশুদের উপর অবশ্যই প্রভাব ফেলবে।

* একজন ওয়াকফা নও বলেন, আমি একজন চিকিৎসক। এখানে আহমদী ডাক্তারদের সংগঠন রয়েছে। লাজনাদেরও সংগঠন রয়েছে। আমরা কি আহমদী হিসেবে ডাক্তারদের এই সংগঠনের অংশ হতে পারি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের সংগঠনের নিয়মকানুন তৈরী হয় নি? প্রথম কথা হল ওয়াকফে আরযীর জন্য সময় বের করুন। আফ্রিকাতে আমাদের হাসপাতাল আছে, সেখানে আহমদী ডাক্তাররা ওয়াকফে আরযীর জন্য যেতে পারেন। রাবওয়ার ফযলে উমর হাসপাতালে যেতে পারেন। কাদিয়ানে যেতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ যারা অধিক আয় করে তারা অভাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তিও চালু করতে পারেন। অনুরূপভাবে সর্বসাধারণের জন্য ক্যাম্প তৈরী করে দাতব্য চিকিৎসার কাজ এখানেও করতে পারেন। শরণার্থী শিবিরে গিয়েও দাতব্য চিকিৎসা করতে পারেন।

একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, বলা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বাকার (রা.) যখন খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন সেই সময় হযরত আলি (রা.) সঙ্গে সঙ্গে বয়াত করেন নি। তিনি না কি ত্রিশ-চল্লিশ দিন পর বয়াত করেছিলেন। এর মধ্যে হিকমত বা প্রজ্ঞার বিষয় কি ছিল?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কোন না কোন প্রজ্ঞার বিষয় অবশ্যই ছিল। কোন ব্যস্ততা বা অন্য কোন কারণ ছিল নিশ্চয়। কিন্তু হযরত আলি হযরত আবু বাকার (রা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য করেছিলেন। এই বিষয়টিকে শিয়া সম্প্রদায় বেশি করে প্রচার করেছে যে, হযরত আলি প্রথমে বয়আত করেন নি। একথা সঠিক নয়। কোনও ভাবে প্রমাণ করা যায় না যে, একদিনের জন্য বা এক মূহুর্তের জন্যও হযরত আবু বাকার (রা.)-এর আনুগত্যের বাইরে ছিলেন। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি পুস্তক রচনা করেছেন। এখন আপনারা সাবালিকা হয়ে গেছেন এবং এর সাথে ওয়াকফা নও বটে। তাই এই পুস্তকটি পড়ুন এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

* একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করেন যে, বেতর নামাযে দোয়া কুনুত যদি ভুলে যাই তবে কি সেই রাকাত পুনরায় পড়া আবশ্যক? হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: না, সেই রাকাত প্রথম থেকে পড়ার দরকার নেই। এমনকি সিজদা 'সহু'-ও প্রয়োজন হয় না। ভুলে গেলে কোন অসুবিধা নেই। সিজদা সহু কিম্বা সেই রাকতা ঘুরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

(দ্বিতীয় পাতার শেষাংশ....)

খাদিম প্রশ্ন করে যে, পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদেরকে ফার্মিং এর দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রশ্ন হল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান যুক্ত হওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে এলাকা নির্ধারণ করে রেখেছে। কেউ ফল উৎপাদন করছে, কেউ ফসল উৎপাদন করছে। যতদিন ইউরোপীয় সংঘ প্রতিষ্ঠিত আছে, ততদিন মঙ্গাল, তারা এভাবেই চলবে। হল্যাণ্ডের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত করতে বা বিশেষ প্রকারের ফল উৎপাদন করতে,যেমন পিয়ার্স বা এই ধরণের ফল। যুক্তরাজ্য বেক্সিট-এর মধ্য দিয়ে ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিছু কাল পর যখন তারা এর থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে আসবে, তখন ফল আমদানি করতেও তাদের সমস্যা দেখা দিবে। খাদ্যশস্যেরও সংকটও দেখা দিবে। তাই যুক্তরাজ্যের জন্য কৃষির দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং কৃষি উন্নয়নের চেষ্টা করা আবশ্যক, তাদেরকে কৃষিতে স্বনির্ভর হতে হবে। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও, সবজি উৎপাদনেও এবং ফল উৎপাদনেও স্বনির্ভর হতে হবে। খাদ্য শস্যের দিক থেকে দেখতে গেলে ইউরোপ এমনিতেই প্রায় স্বনির্ভর, এমনকি রপ্তানিও করে। অনুরূপভাবে ফলের ক্ষেত্রেও। কিছু সবজি রয়েছে যেগুলি ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে আমদানি করা হয়, যেগুলি এখানে উৎপন্ন হয় না, তবে গ্রীনহাউস তৈরী করে এর উৎপাদন করা যায়। তাই নিজের নিজের দেশের উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী চাষ করুন। ইউরোপ যদি অখণ্ডিত থাকে,তবেই ভাল। কিন্তু আগামীতে যদি অন্য কোন দেশ এর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন এর সমস্যা বাড়বে, যেভাবে ইংল্যাণ্ডের সমস্যা হচ্ছে। অনুরূপভাবে রাশিয়া যখন সংগঠিত ছিল, তখন তারা নিয়ম বানিয়েছিল যে অমুক প্রদেশে গম উৎপাদন করা হবে, অমুক প্রদেশে তুলোর চাষ হবে বা অমুক অমুক ফসল উৎপাদন হবে। কিন্তু দেশ যখন বিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও সমস্যা সৃষ্টি হল। তাই চেষ্টা করা উচিত একত্রে থাকার এবং যদি কোথাও (পৃথক থাকার) সুযোগ তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে আমাদের রাজনীতিকদের পৃথকভাবে থাকার কথা চিন্তার করার পূর্বে দেশবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান খাদ্য সরবরাহের কথাও চিন্তা করা দরকার যে কিভাবে তা জোগানের ব্যবস্থা হবে আর এর জন্য যথারীতি পরিকল্পনা থাকা উচিত। পরিকল্পনা সব কিছু ছেড়ে দিলে যে অবস্থা সেই অবস্থাই হয়েছে এখন ব্রিটেনের। তাই ইউনিয়নের প্রত্যেকটি দেশের দেখা উচিত, বসে আলোচনা করা উচিত যে সমগ্র ইউরোপে তথা ইউনিয়নের যে ছাব্বিশ বা সাতাশটি দেশ রয়েছে, তাদের চাহিদাবলী কি কি? সেই চাহিদা অনুসারে প্রত্যেক বছর আমাদের কতটা উৎপাদন হয় এবং কিভাবে আরও বেশি উৎপাদন করা যায়? তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কথার যুক্তি আছে, চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এর যদি আবারও সংকট দেখা দেয় আর তার পরেই যুদ্ধ বাধে, আর জানি না কেউ যদি উন্মাদনার বশে যুদ্ধে পারমাণবিক বোমার প্রয়োগ করে বসে, তবে সেখানে না থাকবে চাষাবাদ, আর না থাকবে অন্য কিছু। তাই আল্লাহ্ই কৃপা করুন।

প্রশ্ন: শিশুদের তরবীয়তের জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন, আসল কথা হল, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে থেকেই তার তরবীয়ত কর। এই কারণেই ইসলামে এই প্রথা প্রচলিত আছে আর এটি সুন্নতও বটে- আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আর আমরা এই নির্দেশ মেনেও চলি। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে তকবীর দিতে হয়, যাতে তার কানে আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় আর সে তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, তরবীয়ত প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, প্রথম দিন থেকেই শুরু কর। শিশু এখন ছোট, বুঝতে পারবে না- এসব বিষয় দেখার প্রয়োজন নেই। শিশুদেরকে বল, কোন জিনিস তোমরা দাও তখন তোমরা বল এটি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন, তিনিই এর ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়ে সঞ্চার করেছেন, তিনি আমার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করেছেন। একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই প্রথমত, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাদের ঈমান তৈরী কর, তাদেরকে বোঝাও যে যা কিছু তারা পায় তা আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন। এইভাবে আল্লাহ্র উপর ধীরে ধীরে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হবে। এরপর বল যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন কোনও জিনিস দেন, তখন আমাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও করা উচিত। এছাড়া তাদেরকে বল, তোমরা এখন ছোট, তোমাদের জানা নেই, তাই তোমরা শুধু দোয়া কর যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এইভাবেই পুরস্কাররাজি দান করতে থাকেন এবং আমাদের উপর কৃপা করতে থাকেন। আর আমরা এখন বড় হয়েছি, তাই কিছুটা জানি যে, তাই আমরা আল্লাহ্ সামনে বিনত হয়, নামায পড়ি। তোমরা যখন বড় হবে, তখন তোমরাও নামায পড়তে শুরু করবে। এরপর শিশু যখন সাত বছরে উপনীত হয়, তাদের সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তাদেরকে নামায পড়তে বল কিম্বা বল নামায তোমাদের জন্য ফরয বা আবশ্যক। আর ধীরে ধীরে তাদেরকে দুই, তিন বা চার- যতটা তারা পড়তে পারে, ততটাই পড়তে দিন আর যখন তাদের বয়স যখন দশ, তখন তাদের বুদ্ধি পরিণত হতে থাকে, সেই সময় তাদের নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অতএব শৈশবের তরবীয়তই শিশুর শেষ পর্যন্ত কাজে আসে। এছাড়া বাচ্চারা কুরআন করীমও পড়ে। কিন্তু খুব বেশি চাপ দিবেন না, তিন বছরেই কুরআন পড়ানো আরম্ভ করে দিবেন না যেন। চার বছর বয়সেই যদি সে হাঁফিয়ে ওঠে, আর যখন এগারো বছরে পৌঁছে বাইরের পরিবেশে বের হবে এবং স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করবে! তাই কিছুটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। শিশুদেরকে বোঝান, আল্লাহ্ তা'লার উপর বিশ্বাস আনতে শেখান, ইসলামের সত্যতার প্রমাণ দিন। এই যুগে মসীহ মওউদ (আ.)কে ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাঠানো হয়েছে, তাঁর বাণী শিশুদেরকে শোনান। ছোট ছোট কাহিনী, সাহাবা এবং নবীদের উপর আল্লাহ্ তা'লা যে কৃপা করেছেন, সেই সংক্রান্ত ছোট ছোট ঘটনাবলী শুনিয়ে তাদের মনে কৌতুহল সৃষ্টি করুন। এইভাবে তাদের মনে এক প্রকার ভালবাসা সৃষ্টি হবে। আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে পিতামাতা যদি শিশুদের বোঝাতে থাকে, ধর্মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তবেই তারা ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে এবং খোদা তা'লার প্রতিও মনোযোগ থাকবে এবং নামাযের প্রতিও মনোযোগ থাকবে। কিন্তু পাঞ্জাবীদের মত একথা বলবেন না যে এখন ছোট আছে, ছেড়ে দাও, বড় হলে নিজেই ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে হবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রথম দিন থেকেই তরবীয়ত কর। তাই 'বড় হয়ে ঠিক হয়ে যাবে' এমন কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। বয়সের সাথে সাদৃশ্য রেখে তাদের তরবীয়ত করুন এবং সঙ্গে নিজেদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ৩০ শে আগস্ট হল্যাণ্ডের খুদ্দামদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাত অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করা হয় যে একজন খাদেমের প্রত্যহ অন্ততপক্ষে কি কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- একজন খাদেমের প্রত্যহ পাঁচ বারের নামায যথাসময়ে পড়া উচিত। ফজরের নামায ফজরের সময় উঠে পড় আর কাছে নামায সেন্টার থাকলে বা মসজিদ থাকলে সেখানে গিয়ে বা-জামাত নামায পড়। আর কাজের শেষে মগরিব ও এশার নামাযও মসজিদে বা সেন্টারে এসে পড়। আর কাজের জায়গায় যোহর ও আসরের নামায নিয়ম মত পড়। দিনের পাঁচটি নামাযের বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলুন। কেননা এটিই প্রধান আদেশ, প্রতিদিনের করণীয়। ঠোকর মারবেন। নামায পড়বেন কারণ এটি খোদা তা'লার আদেশ, আর যাতে চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুণাবলীও সৃষ্টি হয়। আপনি নামায পড়ার সময় 'ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম দোয়া করেন, এই দোয়া মনের গভীর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার ফলে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে আধ্যাত্মিক বিষয়েও সিরাতে মুসতাকিমে পরিচালিত করবেন এবং সঠিক পথের দিশা দিবেন, বিচ্যুতি ঘটবে না। আর আল্লাহ্ তা'লা চারিত্রিক গুণাবলীর যে পরাকাষ্ঠা নির্ধারণ করেছেন, যা আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা, সেই শিক্ষাও শিরোধার্য করুন। আর যখন ইইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাসতাঈন' উচ্চারণ করেন তখন তার মাধ্যমে একথা ব্যক্ত করেন যে হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই ইবাদত করতে চাই আর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের সাহায্য কর, আমাদেরকে সেই সব লোকদের থেকে রক্ষা কর, যাদেরকে তুমি শাস্তি দান করেছ আর যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা ও অনুকম্পা যাচনা করুন। এরপর যখন গাম্ভীর্যসহকারে নামায পড়বেন, তখন কেবল জাগতিক বিষয়াদিই যাচনা করবেন না, পরকালের বিষয়াদিও যাচনা করবেন। একজন খাদিম যদি গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে নামায পড়ে, তবে বুঝে নাও সে সব কিছু অর্জন করল।

(জাহির আহমদ খান, মুরুব্বী সিলসিলা, ইনচার্য তথ্য বিভাগ, পি.এস, লন্ডন)

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ১২ই মার্চ, ২০২১)

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : Azkarul Islam, Amaipur (Birbhum)

বেলজিয়ামের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে হুযুরের ভার্চুয়াল সাক্ষাত

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) -এর সঙ্গে বেলজিয়ামের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিং -এর ধারাবিবরণী।

জেনারেল সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করেন। একশ শতাংশ রিপোর্ট আসা চাই। জামাতের তদারকি করুন। রিপোর্টের বিশ্লেষণ হওয়া উচিত যাতে বোঝা যায় যে তাদের কর্মতৎপরতা খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং কোথায় উন্নতির অবকাশ আছে। রিপোর্ট যদি খুঁটিয়ে না দেখা হয় তবে তারা মনে করবে যে কাজ হোক বা না হোক, রিপোর্ট তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেই হল।

সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযির সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে তার আমলার কতজন সদস্য ওয়াকফে আরযি করেছে। সেক্রেটারী সাহেব বলেন, কেউই করে নি। হুযুর মৃদু হেসে বলেন, 'প্রদীপের নীচে অন্ধকার।' আপনারাই যদি ওয়াকফে আরযি না করেন তবে কে করবে? এরপর হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে আমেলা সদস্যদের মধ্যে কতজন বাচ্চাদেরকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কুরআন করীম পড়াচ্ছেন? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, কেউ কুরআন পড়াচ্ছে না। হুযুর আনোয়ার বলেন,আমেলা সদস্যরাই যদি কাজ না করে,তবে অন্যদের উপর কি প্রভাব পড়বে? প্রথমে আপনারা নিজেদের বাড়ি থেকে শুরু করুন। আপনারা কাজ না করলে লোকেদের কাজ করার অভ্যাসই গড়ে উঠবে না। আপনাদের দৃষ্টান্ত না দেখলে তারা কিভাবে প্রকাশ্যে আসবে? তাই আপনারা প্রথমত, সমস্ত আমেলা সদস্যদের বলুন সময় দিতে, ওয়াকফে আরযি ফর্ম পূর্ণ করতে, যাতে বছরে দুই সপ্তাহ ওয়াকফে আরযি করে। আর যে যে জামাতে তারা থাকেন,সেখানকার সদর সাহেবদের কাছ থেকে জেনে নিন যে কতজন সদস্য কুরআন করীম পড়তে জানে না, আর তাদের কুরআন করীম পড়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি না। ব্যবস্থা না থাকলে জেনে নিন, আমেলা সদস্যরা তাদের পড়াচ্ছেন কি না। এরপর আপনাদের যে ১৪টি জামাত রয়েছে,তাদের সদর এবং লোকাল আমেলাদের সামনেও নিজেদের নমুনা তুলে ধরুন। এরপর খুদ্দামুল আহমদীয়াকে বলুন, লাজনাদেরকেও বলুন। এভাবে আপনি যদি শুধু আমেলাদের উপরই নিজের কর্তৃত্ব রাখতে পারেন, তবে জামাতীয় এবং অঙ্গ সংগঠনের ক্ষেত্রেও আপনার ৮০ শতাংশ কাজ সমাধা হয়ে যায়। শুধু কাগজ পূর্ণ করা এবং মানুষের পিছনে পড়ে থাকা তো আর উদ্দেশ্য নয়। পদাধিকারীরা যদি নিজেদের নমুনা প্রদর্শন করে তবে লোকেরা নিজে থেকেই কাজ করতে শুরু করবে।

ইশাআতা সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার অবগত থাকা উচিত যে দেশে উর্দু ভাষী, ফ্লেমিশ ভাষী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষি কতজন রয়েছে। এছাড়াও বাঙালীরাও রয়েছে, আফ্রিকানরাও রয়েছে। আরবী ভাষী কতজন মানুষ রয়েছে, তাদের জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া 'আততাকওয়া' পত্রিকার বিষয়টি রয়েছে। আরবীরা পত্রিকা পড়ে? তাদেরকে কাছে এই পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়াকে বলেন, পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের খুদ্দামদের সংখ্যা কত তা আপনার জানা থাকা উচিত। যাতে সেই অনুসারে তাদের অনুষ্ঠান করা যায়, এবং পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত খুদ্দামদের সংখ্যাও জানা থাকা উচিত এবং সেই অনুসারে অনুষ্ঠান রাখা উচিত। এও অবগত থাকা উচিত যে কারা উর্দু বলে, কারা ফ্লেমিশ এবং কারা ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলে। এই সব পরিসংখ্যন আপনার জানা থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার প্রশ্ন করলে ওয়াকফে নও সেক্রেটারী স্বীকার করে নেন যে ১৫ উর্দ্ধ ওয়াকফীনে নওদের সঠিক সংখ্যা কত তা নির্দিষ্টভাবে তার জানা নেই। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি বার বার বিজ্ঞপ্তি পাঠাচ্ছি যে ১৫ উর্দ্ধ ওয়াকফে নওদের বন্ড-এর নবায়ন করা উচিত আর ১৮ বছরের পর যখন তারা ইউনিভার্সিটিতে যায়, তখনও তাদের ওয়াকফ নবায়ন হওয়া বিধেয়। বন্ড পূর্ণ করে তারা জানিয়ে দেয় যে আগামীতে তারা ওয়াকফ অব্যাহত রাখতে চাই কি না? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, কয়েকজন ওয়াকফে নও চিঠি পাঠিয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, 'কয়েকজন ওয়াকফে নও পাঠিয়েছে- এতে লাভ কি হল? সংখ্যাটা জানা থাকলে তবেই না আপনি তাদেরকে সিলেবাস পাঠাতে পারবেন এবং এরপর তাদের পরীক্ষা নিতে পারবেন। আপনি কি সিলেবাস অনুযায়ী পড়ান না? এখন তো ওয়াকফে নওদের একুশ বছর পর্যন্ত সিলেবাস তৈরী হয়ে গিয়েছে। আপনি কি সকলকে সিলেবাস পাঠিয়ে দিয়েছেন? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, জ্বি হুজুর! সকলকে পাঠিয়ে দিব। হুযুর আনোয়ার বলেন, 'পাঠিয়ে দিব,, তার মানে এখনও পাঠান নি। এটা কাজ করার নিয়ম নয়। আমি কেবল রিপোর্ট চাই না, বাস্তবে কতটা কাজ হল আমি সেটাই চাই। ১৫ বছরের ছেলেদের সম্পর্কে জানা থাকা চাই যে কতজন স্কুলে যাচ্ছে, স্কুলছুট নয় তো। এছাড়া এও জানা থাকা দরকার যে কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে,কি বিষয় নিয়ে পড়ছে। তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে কি না। কেবল চারজন জামেয়ায় পাঠিয়ে দিলেই উদ্দেশ্য পুরণ হয়ে যায় না। কতজন ডাক্তার হল,কতজন ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক তৈরী হল আর কবে তারা নিজেদেরকে ওয়াকফ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত কতজন ছাত্র রয়েছে, তাদের মধ্যে কতজন ছাত্র ও কতজন ছাত্রী? এই সব তথ্য থাকা উচিত। পরিসংখ্যন অনুযায়ী কাজ করুন। দেখুন যে তারা ওয়াকফ করার জন্য প্রস্তুত কি না, না কি শুধুই উপাধি নিয়ে বসে আছে। যথারীতি একটি পরিকল্পনা তৈরী করে সমস্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করুন যে এই এই বয়সের ছেলে আছে আর এই এই পড়ানো হচ্ছে এবং তাদেরকে বয়স অনুযায়ী শ্রেণী বিভক্ত কর আর অমুক অমুক ছাত্র বেরিয়ে গিয়েছে। এখন ভবিষ্যতের জন্য ওয়াকফ করতে চায় কি না। যদি করতে চায়, সেক্ষেত্রে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে অভিজ্ঞতামূলক কিছু করতে চায় কি না। পড়াশোনা শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য বা কোন প্রশিক্ষন নেওয়ার জন্য আমার কাছে অনুমতি নিয়েছে কি না? কিম্বা আমাকে কি লিখিত জানিয়েছে যে তারা পড়াশোনা শেষ করেছে, এখন তাদের জন্য কি নির্দেশ কি? আমরা কি কাজ করব? নিজের কোন কাজ করব না কি জামাতের আমাদের ব্যবস্থাপনা কোন দরকার আছে। এই সব তথ্য আপনাদের কাছ থেকে এলে আমি আপনাদেরকে আরও দিক-নির্দেশিকা দিতে পারব। আপনারা যারা সেক্রেটারী পদে কাজ করছেন, তারা যদি জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে কাজ না করেন, তবে যুগ খলীফা কোথা থেকে তথ্য পাবে? অনেক কাজ হওয়ার আছে।

সেক্রেটারী তালিমকে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার কাছে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের তথ্য থাকা উচিত। এরপর সেই অনুযায়ী তাদেরকে গাইড করুন, কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে, তাদের উপযোগী নিবন্ধ বা বইপুস্তক কি তা তাদেরকে জানাতে হবে। ওয়াকফে নও বিভাগ ওয়াকফে নওদের গাইড করুক, আর সেক্রেটারী তালিম জামাতের অন্যান্য ছাত্রদের গাইড করুক।

তরবীয়ত সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার বলেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন, বাড়িতে নামায তথা বা-জামাত হচ্ছে কি না? পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে মসজিদ বা নামায সেন্টারে বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা হচ্ছে কি না? বাড়িত কুরআন করীম পড়ার প্রচলন আছে কি না? আহমদী ছেলে ও মেয়েদের এই শিক্ষা দিতে হবে যে জামাতের মধ্যে বিয়ে করবে। এছাড়া রয়েছে ঝগড়া বিবাদ, এটি কিভাবে এড়িয়ে যেতে হবে তা তাদের শেখাতে হবে। আর এই সমাজেরর যে কদাচার রয়েছে সেগুলি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা তাদের বোঝাতে হবে।

সেক্রেটারী উমুরে খারিজাকে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার আমেলা সদস্যরা যারা বসে আছে, তাদেরকে বলুন, স্থানীয় কাউন্সিলর ও সাংসদদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। জাতীয় স্তরের সাংসদদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ রাখা দরকার। কুটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা চাই। অনুরূপভাবে অন্যান্য সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, চার্চ, দাতব্য সংস্থা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে, যাতে আপনারা যখন কোন অনুষ্ঠান করবেন, সেখানে তাদেরকে আমন্ত্রিত করা যায়। বাইরের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সঙ্গে এমন সম্পর্ক থাকতে হবে যাতে সে বুঝতে পারে যে আহমদীয়াত কি? বর্তমানে যেহেতু ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামের নামে আতঙ্ক খুব বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে, এমতাবস্থায় তাদের জানা থাকা উচিত যে ইসলামের প্রকৃত রূপ দেখতে হলে ইসলাম আহমদীয়াতকে জিজ্ঞাসা করুক। আপনাদের উপর তাদের বিশ্বাস জন্মানো উচিত যে, যা কিছু আপনারা বলেন, তা শতভাগ সঠিক।

সেক্রেটারী নও মোবাইনকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা এমন কোন অনুষ্ঠান শুরু করেছেন, যেমন আরবদের সঙ্গে আরবদের অনুষ্ঠান, স্থানীয় মানুষদের জন্য স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে অনুষ্ঠান, এশিয়ানদের জন্য এশিয়ানদের সঙ্গে অনুষ্ঠান বা বাঙালীদের জন্য বাঙালীদের সঙ্গে অনুষ্ঠান? সকলের তত্ত্বধান করতে হবে। এক প্রকার ভ্রাতৃত্ববন্ধন তৈরী করুন। প্রত্যেকের ভাই ভাই তৈরী বা বোন বোন তৈরী করুন, যাতে তারা তাদেরকে গাইড করে। প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখুন।

উমুরে আমা সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমুরে আমা বিভাগের কাজ হল নিজে থেকে খোঁজ নিয়ে দেখা যে আপনার জামাতে কতজন বেকার আছে, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। তরবীয়ত সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে যদি রিপোর্ট আসে যে অমুক ব্যক্তির চারিত্রিক দুর্বলতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনাকে নিজে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে। অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে যে, তাদের কোন প্রয়োজন নেই তো। অনুরূপভাবে যারা লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে, কেন ছেড়ে দিচ্ছে তা জানতে হবে এবং তাদেরকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। কেবল বিবাদের নিষ্পত্তি করা আমুরে আমার কাজ নয়। এটি কেবল একটি মাত্র কাজ হল। (ক্রমশ.....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 9 Dec, 2021 Issue No.49

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১ম পাতার শেষাংশ...

নিয়ন্ত্রণ করা শক্তি ছিল না, কিম্বা উত্যক্ত করার বা কাউকে কোন বস্তু এনে দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না। এমন জিন কেবল সেই সব লোকদের মাথাতেই রয়েছে, কুরআন করীম এমন জিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কুরআন যে জিনেদের উপস্থাপন করেছে তা সেই প্রকৃতির যা আমি বর্ণনা করেছি। আর এর ধরণের জিনেদের মধ্যে যারা রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর উপর ঈমান এনেছিল তারা ইহুদী ছিল। তারা খোদার বাণী শোনার পর নিজেদের ঘরে ফিরে গিয়েছিল এবং অবশেষে ঈমান আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং নিজেদের জাতির কাছে সেই বাণী পোঁছে দিয়েছিল। তারা আরব থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসবাস করত। বলা যায় না পরে তারা রসুলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে কোন সংবাদ পেয়েছিল কি না। এই কারণে তারা ইসলামী যুদ্ধে কার্যত অংশগ্রহণ করতে পারে নি।

এই জিনেরা যে মানুষ ছিল তার তৃতীয় প্রমাণ হল –আল্লাহ্ তা'লা রসুলদের সম্পর্কে বলেন 'মিন আনফুসিহিম' এবং মিনহুম'। অর্থাৎ যাদের প্রতি রসুল আবির্ভুত হয়, সেই জাতিরই মানুষ হয়ে থাকেন। যেমনটি বলা হয়েছে–

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক জাতির রসুলকে, যে কিনা তাদের মধ্য থেকেই হবে, সাক্ষ্য হিসেবে আনা হবে আর মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ কে উম্মতে মহম্মদীয়া এবং সেই যুগের মানুষের জন্য সাক্ষ্য হিসেবে পাঠানো হবে।

(আন নাহাল: ১২/১৮) এই আয়াতে স্পষ্ট লেখা আছে যে জিনেদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য থেকেই নবী এসেছে আর মানুষের প্রতি মানুষের মধ্য থেকে নবী এসেছে। যদি জিনেরাও ঈমান আনয়নকারী কোন জাতি হয়ে থাকে, তবে তাদের হয়ে সাক্ষ্য দিবে কারা? মূসা তো আর জিন্ন নন যে এই ঈমান আনয়নকারী জিনদের সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে। অনুরূপভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা.) মানুষ ছিলেন, কাজেই তিনি জিনেদের বিষয়ে সাক্ষী হতে পারেন না। 'মিন আনফুসিহিম' বলতে বোঝানো হয়েছে পূর্বের আম্বিয়াগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাদের জাতি আর রসুল করীম (সা.)=এর দিক থেকে তাঁর যুগের পরের সমস্ত মানুষ। অতএব, জিনেরা যদি মানুষের ন্যায় পৃথক কোন প্রজাতি হত, তবে তারা এমনিই বাদ পড়ত, কোন পুণ্যেরও অধিকারী হত না আর কোন শাস্তর যোগ্যও হত না।

এই দাবির সমর্থনে চতুর্থ প্রমাণ হল কুরআন করীমে আল্লাহ তা'লা বলেছেন–

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا

অনুবাদ: অনুবাদ:হে জিন ও ইনসানের জামাত! তোমাদের নিকট কি তোমাদের জাতির মধ্য থেকে রসুল আসে নি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পাঠ করে শোনাত এবং আজকের এই দিনটি সাক্ষাত সম্পর্কে সতর্ক করত।
(আল আনআম: ১৬/৩)

এই আয়াতে স্পষ্ট লেখা আছে যে জিনেদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য থেকে নবী এসেছে আর মানুষের প্রতি মানুষ নবী হয়ে এসেছে। জিনেরা যদি ভিন্ন কোন প্রজাতি হত, তবে এই আয়াতের অধীনে মূসা কিম্বা নবী করীম (সা.), কেউই তাদের নবী নন। কেননা এই আয়াত অনুসারে জিনেদের প্রতি কেবল জিনেরাই নবী এসেছে। তবে জিন বলতে যদি মানুষেরই কোন দলকে বোঝানো হয়, তবে নিঃসন্দেহে মূসা এবং আঁ হযরত (সা.) –এর উপর তারা ঈমান আনতে পারে।

যে জিন জনমানসে স্থান করে আছে, তার যে আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই তার পঞ্চম প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে রসুল করীম (সা.) –এর উপর যে জিন্নেরা ঈমান এনেছিল তারা মানুষই ছিল, কেননা আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নাম সম্পর্কে বলেন– فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (আল বাকারা: রুকু–৩) অর্থাৎ দোযখে মানুষ থাকবে কিম্বা অগ্নি প্রজ্জলিত করার জন্য পাথর বা পাথর সদৃশ উপকরণ থাকবে। জিন যদি কোন সৃষ্ট জীব হত, তবে বলা হত, وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِنُّ وَالْحِجَارَةُ কাজেই কুরআন করীম জিন জাতিকে দোযখী বললেও তারা মানুষ জিনকে বোঝানো হয়েছে, অন্য কোন জীব নয়।

ষষ্ঠ প্রমাণ: সেই মোমেনদের দল যে মানুষই ছিল তার ষষ্ঠ প্রমাণ হল মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) –এর পিছনে যারা প্রহরী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন, তাহাজ্জুদের নামাযের পর তিনি (সা.) তাদেরকে বললেন, আজ আমাকে এমন পাঁচটি বিশেষত্ব দান করা হয়েছে যা পূর্বে কেউ প্রাপ্ত হয় নি। এক, আমি বিনা ব্যতিক্রমে সকল জাতির প্রতি আবির্ভুত হয়েছি আর আমার পূর্বে যারা গত হয়েছেন তারা কেবল নিজ জাতির প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। (এরপর অন্য চারটি বিশেষত্ব বর্ণিত হয়েছে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে সেই রাত্রিতে পাঁচটি বিশেষত্ব একত্রিত করে আঁ হযরত (সা.) কে জানানো হয়েছে। যেমন, উপরোক্ত বিশেষত্বটি ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।) এই হাদীসটির উপস্থিতিতে কে বলতে পারে যে, ঈমান আনয়নকারী জিনেদের দলটি ভিন্ন কোন প্রজাতির জীব ছিল, কেননা কুরআন করীমে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে তারা হযরত মূসা (আ.)–এর মান্যকারী ছিল। তারা যদি বনী ইসরাঈল না হত, তবে মূসার উপর ঈমান আনা তাদের জন্য কিভাবে বৈধ হত? যদি আপত্তি ওঠে যে মূসা (আ.) ফেরাউনের প্রতিও প্রেরিত হয়েছিলেন, অথচ ফেরাউন বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে ছিল না। এর উত্তর হল, জাতি বলতে কখন বংশধরদের বোঝানো হয়, কখনও আবার কোনও একটি দেশের অধিবাসীদেরও বোঝানো হয়। যেমন ভারতে বিভিন্ন জাতির মানুষের বাস ছিল, তাদের মধ্যে যারা নবী আসতেন তারা ভারতীয় জাতির মধ্যে আবির্ভুত নবী হিসেবে আসতেন, ব্রাহ্মণ বা রাজপুতের প্রতি নয়। কেননা এক স্থানে বসবাসকারী জাতিকে সুবিধার জন্য একই জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই হযরত মূসা যেহেতু ফেরাউন এবং তার জাতির সঙ্গে প্রশাসন, রাজনীতি, আইন–শৃঙ্খলা এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাই তাদেরকে এক জাতি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু জিনেদের সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)–এর কিসের সম্পর্ক? প্রশাসনিক, রাজনীতিক কিম্বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাদেরকেও কি মূসার উপর ঈমান আনার নির্দেশ হয়েছিল?যদি একথা বল যে যদিও হযরত মূসা বনী ইসরাঈল বা তাঁর স্বদেশবাসীর জন্য এসেছিলেন, কিন্তু জিনেরা নিজে থেকে তাদের উপর ঈমান এনেছিল। তবে একথাও সঠিক নয়। কেননা বাইবেলে হযরত মসীহ (আ.)–এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে জানা যায় যে,অন্য কোন জাতিকে নিজের জামাতের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেন নি। এমনকি, এক ভিন জাতির মানুষ যখন তবলীগ করার অনুরোধ করল,তখন তিনি বললেন,'সন্তানের খাবার কুকুরকে দিয়ে দেওয়া ভাল কাজ নয়'। (মতি, ১৫ অধ্যায়, আয়াত: ২৬)। কাজেই তারা স্বেচ্ছায় ঈমান এনেছিল, একথাও সঠিক নয়। কেননা, জিন্ন যদি কোন পৃথক জীব হত, তবে তাদের জন্য কেবল সেই নবীর ঈমান আনয়ন করা অনিবার্য হত যে তাদের মধ্য থেকে হত। মূসা (আ.)–এর উপর ঈমান আনা তাদের জন্য বৈধ হত না। মোটকথা কুরআন করীমের আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্ততপক্ষে রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর পূর্বে জিন্নেদের জন্য পৃথক নবী আবির্ভুত হওয়া আবশ্যক ছিল, যারা তাদের মধ্য থেকেই হত। এছাড়াও জিন্নেদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক নবী আবির্ভুত হওয়াও আবশ্যক ছিল।

সপ্তম প্রমাণ: রসুলুল্লাহ্ (সা.) দাবি করছেন যে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে ঘোষণা দিয়েছেন– يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (আল আরাফ: রুকু: ২০) এখানে জিনদেরকে নবুয়তের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। জিনেরাও যদি ভিন্ন কোন প্রজাতি হত এবং তাদের জন্যও ঈমান্ আনা আবশ্যক হত বা বৈধ হত, তবে বলা হত يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ وَالْجِنُّ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا কিন্তু কুরআন করীমে এমনটি কোথাও বলা হয় নি। কাজেই কুরআনের ব্যাখ্যা অনুসারে যে জিন্নেরা আঁ হযরত (সা.)–এর উপর ঈমান এনেছিল, তারা মানুষই ছিল। এই কারণেই তারা আঁ হযরত (সা.)–এর উপর আনতে বাধ্য ছিল। এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও একটি আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সেটি হল সূরা সাবার আয়াত وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ (রুকু:৩)। কাফ্ফাতুন শব্দটি কাফ্ফ থেকে উদ্ভুত, যার মূল অর্থ একত্রিত করা এবং বেঁধে রাখা। কাজেই এই আয়াতের অর্থ হল, হে মহম্মদ (সা.) আমরা তোমাকে কেবল এই কারণে আবির্ভুত করেছি, যাতে তুমি মানুষকে একত্রিত কর এবং কোন মানুষকেই তোমার তবলীগের বাইরে না রাখ। এখন দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, তোমাকে কেবল মানুষকে একত্রিত করার জন্য পাঠানো হয়েছে। অনেকে মনে করে মানুষ ছাড়া অন্য জীবও আছে আর তারাও মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর উপর ঈমান আনতে বাধ্য। বস্তুত, যেভাবে মানবজাতির মধ্য থেকে কাউকেই তাঁর তবলীগ থেকে বাইরে রাখা হয় নি, তেমনি মানবজাতি ব্যতিত অন্য কোন জীবকেও তাঁর উপর ঈমান আনতে বাধ্য নয়। এই কারণে যে মোমেন জিন্নেদের কথা কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে তারা মানুষই ছিল, অন্য কোন জীব নয়।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir